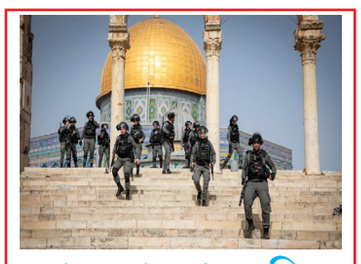

আল-আকসা মসজিদ ভাঙার পরিকল্পনা ইসরাইলিদের

সারে-জমিন

জেইই মেইনে সেরা পুরুলিয়ার দেবদত্তা

রূপসী বাংলা

ট্রাম্পকে রুখতে চিন, ইউরোপ কি হাত মেলাবে

সম্পাদকীয়

আলোকবিজ্ঞানের অন্যতম কাণ্ডারি ইবনে আল-হাইথাম

রবি-আসর

চার্চিলের ওয়াকওভার, সুপার কাপের কোয়ার্টারে মোহনবাগান

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২০ এপ্রিল, ২০২৫
৬ বৈশাখ ১৪৩২
২১ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 106 ■ Daily APONZONE ■ 20 April 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

ওয়াকফ আইন নিয়ে প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ

সুপ্রিম কোর্ট তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে: বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট যদি আইন প্রণয়ন করতে চায়, তাহলে দেশে সংসদের প্রয়োজন নেই, এমন মন্তব্য করে বিতর্ক উসকে দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে।

এক্স-এ একটি পোস্টে এবং পরে সংবাদ সংস্থাগুলিকে মন্তব্য করে দুবে বলেন, যদি সুপ্রিম কোর্টকে আইন তৈরি করতে হয়, তাহলে সংসদ বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি প্রণীত ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলমান শুনানির মধ্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।

শুনানি চলাকালীন আদালত 'ওয়াকফ বাই ইউজার' বিধান সহ আইনের কয়েকটি বিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। সরকার তখন শীর্ষ আদালতকে আশ্বাস দিয়েছিল যে ৫ মে পরবর্তী শুনানির আগে ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের কিছু অংশ কার্যকর করা হবে না।

গোড্ডার চারবারের সাংসদ দুবে অভিযোগ করেন, শীর্ষ আদালত তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আদালত সংসদে পাস হওয়া আইনগুলি বাতিল করছে।

এমনকি সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগকারী রাষ্ট্রপতিকেও নির্দেশ দিচ্ছে। তিনি বলেন, সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়ন সংসদের কাজ এবং আদালতের কাজ আইনের ব্যাখ্যা করা।

তিনি বলেন, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে আপনি কীভাবে নির্দেশনা দিতে পারেন? রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। সংসদ এ দেশের আইন প্রণয়ন করে। আপনি ওই সংসদকে নির্দেশ দেবেন?'

ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে আক্রমণ করে অভিযোগ করেন যে ভারতের প্রধান বিচারপতি "দেশে ঘটে যাওয়া সমস্ত গৃহযুদ্ধের জন্য সঞ্জীব খান্না দায়ী। দেশে ধর্মযুদ্ধ উস্কে দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্ট দায়ী। সুপ্রিম কোর্ট তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যদি সবকিছুর জন্য সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়, তাহলে সংসদ ও বিধানসভা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। মুর্শিদাবাদ হিংসা নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "দেশে যত গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, তার জন্য দায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। বিতর্কিত ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের মূল ধারাগুলি শুনানির দিন স্থগিত রাখবে বলে শীর্ষ আদালতকে কেন্দ্র আশ্বাস দেওয়ার পরে তিনি এই মন্তব্য করেন।

এই আইনের সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বেশ কয়েকটি আবেদনের শুনানি চলাকালীন আদালত, যাকে মুসলিম সংগঠন এবং বিরোধী দলগুলি 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারের উপর সরাসরি আক্রমণ' বলে অভিহিত করেছে, কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করেছে। তিনি বলেন, সাধারণত কোনো আইন পাস হলে সেক্ষেত্রে আদালত হস্তক্ষেপ করে না।

তবে এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। যদি ব্যবহারকারী কর্তৃক ওয়াকফ হিসাবে ঘোষিত কোনও সম্পত্তি বিজ্ঞাপিত হয়, তবে এটি গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যবহারকারী দ্বারা 'ওয়াকফ' বিধান অপসারণের বিষয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দুবে বলেন, আদালত অযোধ্যার রাম মন্দির সহ মন্দির সংক্রান্ত মামলায় ডকুমেন্টারি প্রমাণ চেয়েছিল, কিন্তু চলমান মামলায় একই প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, আইন প্রণয়ন সংসদের কাজ এবং সুপ্রিম কোর্টের কাজ আইনের ব্যাখ্যা করা। আদালত সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে, কিন্তু সংসদকে নয়।

দুবে পূর্বতন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার আওতাভুক্ত সম্মতিসূচক সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬(এ) ধারা বাতিল করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন যে আদালত সমস্ত ধর্ম বিবেচনা করা সত্ত্বেও সমকামিতাকে ডিক্রিমিনালাইজ করেছে এবং আপত্তিকর বিষয়বস্তু প্রেরণের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির ক্রমবর্ধমান অপব্যবহার রোধ করার জন্য ৬৬ (এ) ধারা প্রয়োজন।

ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার সাংসদ দুবে প্রায়শই লোকসভায় বিজেপির বিরোধীদের উপর রাজনৈতিক আক্রমণ এবং বিভিন্ন ইস্যুতে শাসক দলের অবস্থান স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বিজেপি-আরএসএস দাঙ্গা বাধাতে চায়, রাজ্যবাসীর কাছে শান্তি রক্ষার আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবাংলায় শান্তি রক্ষার্থে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়ে বিজেপি-আরএসএসের প্ররোচনাকেই দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ওই চিঠিতে বিজেপি-আরএসএসের নিশানা করে লেখেন, 'ওরা বিভেদের রাজনীতি করছে, ডিভাইড অ্যান্ড রুল খেলছে।' এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি এবং তাদের সঙ্গীরা পশ্চিমবঙ্গে হঠাৎ খুব আক্রমণাত্মক হয়েছে। এই সঙ্গীদের মধ্যে আরএসএস-ও আছে। আমি আগে আরএসএস-এর নাম নিইনি, কিন্তু এবার বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে যে, রাজ্যে যে কুশ্রী মিথ্যার প্রচার চলছে তার মূলে তারাও আছে।' চিঠিতে বাংলার ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, 'দয়া করে ধীর ও শান্ত থাকুন। আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিন্দা করি এবং তাদের রুখবই । দাঙ্গার পিছনে আছে যে দুর্বৃত্তরা, তাদের কড়া হাতে দমন করা হচ্ছে। কিন্তু, সেইসঙ্গেই, পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণও আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে, পরস্পরের ব্যাপারে

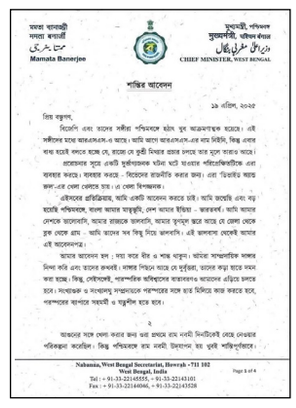

সহমর্মী ও যত্নশীল হতে হবে।'

বিজেপি-আরএসএস রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির জন্য রাম নবমী দিনটিকেই বেছে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বলে ওই চিঠিতে অভিযোগ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা ওই চিঠিতে আরও লিখেছেন, 'এরপর ওরা (বিজেপি-আরএসএস) ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিছু বিষয়কে ব্যবহার করতে চায়।' বিজেপি এবং তাদের সঙ্গীরা তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামে আমাদের বিশ্বজনীন হিন্দুধর্মের অপযশ করছে বলেও অভিযোগ করেছেন মমতা ।

মমতার অনুরোধ 'বিজেপি ও তার সঙ্গীরা যা প্রচার করছে, তা মিথ্যা ও সংকীর্ণ। তারা যা বলছে তা অসত্যের ঝুড়ি, অপব্যাখ্যায় ভর্তি। দয়া করে ওদের বিশ্বাস করবেন না। ওরা দাঙ্গা বাধাতে চায়। দাঙ্গায় সকলের ক্ষতি হয়। আমরা সবাইকে ভালবাসি। আমরা সকলে মিলেমিশে থাকতে চাই। আমরা দাঙ্গার নিন্দা করি, আমরা দাঙ্গার বিরুদ্ধে। ওরা সংকীর্ণ নির্বাচনী রাজনীতির কথা ভেবে আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি করতে চায়।'

মমতা বলেন, "দাঙ্গাবাজরা হিন্দু-মুসলমান নয়, তারা দুর্বৃত্ত।" মমতা রাজ্যবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে লেখেন, "সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাতে হাত রেখে এগিয়ে যেতে হবে।" এসময় তিনি দেশের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। চিঠিতে তিনি তুলে ধরেছেন বাংলার সম্প্রীতির ঐতিহ্য–দুর্গাপুজো, ঈদ, গঙ্গাসাগর মেলা থেকে বড়দিন–সব উৎসব একসঙ্গে উদ্‌যাপন করার চিত্র। তুলনা করেছেন উত্তরপ্রদেশ, মণিপুরের পরিস্থিতির সঙ্গে।

মমতার কথায়, 'উত্তরপ্রদেশে ওরা বুলডোজার চালায় জন্ম হয় যন্ত্রণার। বিপরীতে আমাদের দেখুন - যে-কেউ যখন উৎপীড়িত বোধ করেন, আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। পশ্চিমবঙ্গে এই হল আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। কোনও সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে বিব্রত বোধ করবেন না। সকলের কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের বিশ্বাস করুন, আমাদের উপর আস্থা রাখুন। ন্যায় সাধিত হবেই।'

মূল্যবৃদ্ধি, ওষুধের দাম, হাসপাতালের খরচ এবং বিমার ব্যয়, পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোই ওদের লক্ষ্য, তাই তারা বিভেদকামী প্রচারের আগুন জ্বালাতে চায়।'

শেষদিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' উল্লেখ করে রাজ্যবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আবেদন জানিয়ে লেখেন, ''আমরা একসঙ্গে লড়ব, জিতব।''

চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের নবান্ন অভিযান স্থগিত ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: সোমবার বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের ডাকা নবান্ন অভিযান স্থগিত রইল। শনিবার বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের যে সংগঠনগুলো এই নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল, তাদের পক্ষে ঐক্য মঞ্চের নেতা আশিস খামরুই সোমবার নবান্ন অভিযান স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে কলকাতা পুলিশ ও হাওড়া প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে নবান্ন অভিযান স্থগিতের কথা জানানো হয়।

শুক্রবার ভবানী ভবন লালবাজার এবং হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষ-কর্তাদের সঙ্গে চাকরি হারা ঐক্য মঞ্চের নেতাদের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে ঐক্যমঞ্চের নেতাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় তাদের দাবি দাবা সরকারকে জানানো হবে। কথা বলা হবে মুখ্য সচিবের সঙ্গে। অতি দ্রুত তাদের সমস্যা সমাধান যাতে হয় সেই প্রচেষ্টা চালাবে পুলিশকর্তারা। এরপরই শনিবার নবান্ন অভিযান স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন ঐক্য মঞ্চের নেতারা। চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের আহ্বায়ক আসিস খামরুই বলেন, পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বারবার বৈঠক হয়েছে। তারা নবান্ন অভিযান না করার অনুরোধ জানিয়েছেন। দাবিগুলি বিবেচনা করা হবে বলে কথা দিয়েছেন। পুলিশকর্তারা সময় চেয়েছেন। আইনশৃঙ্খলার অবনতি হোক তা কেউই চায় না।

তাই নবান্ন অভিযান সোমবারের স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গুলিতে নিহত যুবকের বাড়িতে গেলেন না রাজ্যপাল

হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বীজ বপনের অভিযোগ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে

নিহত হরগোবিন্দ ও তার ছেলে চন্দন দাসের বাড়িতে রাজ্যপাল

গুলিতে নিহত ইজাজের ছবি হাতে তার দাদা ও বাবা

সারিউল ইসলাম ● ধুলিয়ান

আপনজন: একপাক্ষিক পরিদর্শন শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে? এমনই প্রশ্ন তুলল সুতিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া ইজাজ আহমেদের পরিবার। উল্লেখ্য, শনিবার মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে বেশকিছু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পাশাপাশি এদিন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জাতীয় মহিলা কমিশন এলাকাগুলি পরিদর্শন করে। বাবা হরগোবিন্দ ও তার ছেলে চন্দন দাস খুন হওয়া জাফরাবাদে এদিন যান তারা। জাফরাবাদ থেকে বেরিয়ে বেতবোনা হয়ে ধুলিয়ান থেকে বহরমপুর যাওয়ার জন্য রাজ্যপালের কনভয় বেরিয়ে যায়। কিন্তু বেতবোনা এলাকায় রাজ্যপালের গাড়ি না দাঁড়ানোই কনভয়ের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা।

প্রসঙ্গত, এই বেতবোনা থেকে বহু পরিবার নদী পেরিয়ে মালদহের পারলালপুর হাই স্কুলের ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে রাজ্যপালের গাড়ি চলে যাওয়ায় বাকি কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পর রাজ্যপাল পুনরায় ফিরে আসেন। একই ঘটনা ঘটে ঘোষপাড়াতে। সেখানেও রাজ্যপাল বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা না করায় কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় বাসিন্দারা। পরে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেন রাজ্যপাল। শনিবার সন্ধ্যায় বহরমপুর স্টেশনে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বলেন, "সামসেরগঞ্জে গিয়ে সেখানকার মানুষ কতটা বিপর্যস্ত নিজ চোখে দেখলাম। তবে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে যৌথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।"

কিন্তু সামশেরগঞ্জের হিজলতলা সহ অন্যান্য এলাকায় বহু সংখ্যালঘু পরিবার আক্রান্ত হলেও সেখানে রাজ্যপাল বা মানবাধিকার কমিশন যায়নি বলে অভিযোগ সেখানকার বাসিন্দাদের।

অন্যদিকে, গত সপ্তাহে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া ইজাজ আহমেদের বাড়ির লোক শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যপাল আসার অপেক্ষা করেন। তাঁরা ভেবেছিলেন রাজ্যপালের সাথে মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরাও আসবেন। কিন্তু শেষে হতাশা প্রকাশ করলেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার সুতি থানার সাজুরমোড় এলাকায় ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন পুলিশ গুলি চালায়। সে সময় গুলিবিদ্ধ হয় এক যুবক। শনিবার মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কাশিমনগর গ্রামের বছর একুশের ইজাজ আহমেদের মৃত্যু হয়। তাঁর বাবা মানারুল শেখ বলেন, "শুনেছিলাম আজ আমাদের এলাকায় রাজ্যপাল আসবেন। আমরা সারাদিন রাজ্যপাল আসবে বলে অপেক্ষা করে আছি। কিন্তু সন্ধ্যা পার হলেও তাঁর দেখা পেলাম না।"

ইজাজ আহমেদের দাদা হায়দার আলী বলেন, "রাজ্যপাল বা মানবাধিকার কমিশন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে এসেছে। তাঁরা সত্যি যদি আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাহলে আমার ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে, আমাদের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতেন। কিন্তু ধুলিয়ানের বিভিন্ন এলাকায় গেলেও আমাদের বাড়িতে আসেননি তাঁরা। শান্ত মুর্শিদাবাদ কে অশান্ত করতে এসেছেন। রাজ্যপাল খোঁজ না নিলেও মুখ্যমন্ত্রী আমাদের খোঁজ নিয়েছেন।"

কাশিমনগরের তৃণমূল নেতা জিয়াউর রহমান বলেন, "ধুলিয়ানে যারা আক্রান্ত হয়েছে তাঁরা মানুষ, আমার এলাকায় যে ছেলেটি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল সে কি মানুষ ছিল না? মানবাধিকার কমিশন কেন তার বাড়িতে এলো না? কেন রাজপাল দেখা করলেন না ইজাজের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে?"

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বিষয়টিকে বিজেপির রাজনৈতিক ফায়দা তোলার কৌশল বলে মনে করছে। এক তৃণমূল নেতা বলেন, "নিভিয়ে যাওয়া আগুনে ঘি ঢেলে আবারও পরিস্থিতি অশান্ত করতে রাজ্যপাল মুর্শিদাবাদ এসেছেন। এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক চক্রান্তের একটি অংশ। মানবাধিকার কমিশন বা মহিলা কমিশন বাকি আক্রান্তদের খোঁজ কেন নিল না? নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্যই তাঁদের এই নাটক।"

অন্যদিকে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী বলেন, "রাজ্যপালের সামশেরগঞ্জ আসা উচিত হয়নি। রাজনৈতিক নেতারা সেখানে যেতেই পারে, কিন্তু তিনি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন। তিনি যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে। তাঁর কাজ ছিল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পর্যালোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা।"

শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন নবান্নে জমা করা একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, মোট ১০৯ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামশেরগঞ্জে। সব মিলিয়ে রাজ্যপাল, মানবাধিকার কমিশন ও মহিলা কমিশনের এই সফর একতরফা হওয়ায় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ফের কালিয়াচকের পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর যোগীরাজ্যে, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ করার দাবি

কালিয়াচক থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেন পরিযায়ী শ্রমিকদেরর আত্মীয়-স্বজনরা

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: ফের মালদহের কালিয়াচকের পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করা হয় উত্তরপ্রদেশে। মালদহের কালিয়াচকের ছোট সুজাপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ২৩ জন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারধরের পর উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এসে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদেরই তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করেছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের পরিবারের। আর তারই জেরে কালিয়াচক থানায় ভিড় জমায় প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যান কালিয়াচক থানায় এবং লিখিতভাবে অভিযোগ করেন পরিযায়ী শ্রমিকদেরর আত্মীয়-স্বজনেরা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কুশিনগর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার পরিযায়ী শ্রমিকরা অর্থাৎ ফেরিওয়ালারা ফেরি শেষ করে রান্নার কাজ করছিল। সেসময় ওই উত্তরপ্রদেশের কুশিনগর এলাকার বেশকিছু সমাজবিরোধী লোকজন তাদের বাসায় ঢুকে আচমকা বেধড়ক মারধর শুরু করে। এবং ওইসময়ই তৎক্ষণাৎ শ্রমিকদের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বা এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিতে থাকে। ঘটনা জানাজানি হতেই ওই উত্তরপ্রদেশের ওই এলাকার পুলিশ এসে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদেরই আটক করেছে। আরও জানা যায়, শ্রমিকরা বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্যেই নাকি তাদের ওপর চড়াও হয় এবং মারধর করে গালাগাল করে বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, এর আগেও বহু রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক, ফেরিওয়ালাদের উপর নানান অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে।

গত বছরে উড়িষ্যা, আসামের মত রাজ্যগুলিতে অমানবিক নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন কালিয়াচকেরই ফেরিওয়ালা শ্রমিকরা। তাদের কোন দোষ-ত্রুটি ছাড়াই মালপত্র ভাঙচুর করা, ছিনিয়ে নেওয়া, জিনিসপত্র নষ্ট করে দেওয়া, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা, চড়-থাপ্পর, কিল-ঘুষি, পিটিয়ে মেরে দেওয়া থেকে শুরু করে নানানভাবে হয়রানির শিকার পরিযায়ী শ্রমিকরা। মালদহের আফাজুলের কথা আজও মানুষের মুখে শোনা যায়, ট্রেনে জামাল মোমিনকে হেনস্থার ছবি জ্বলজ্বল করে, মব লিঞ্চিং এর নামে সেনাউলকে হত্যা, এখানেই প্রশ্ন জাগছে বিভিন্ন মহলে। মালদহের পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে সুরক্ষিত নয় বলে অভিযোগ চরমে উঠেছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা এই ধরনের হয়রানির শিকার হতে বাঁচতে চান।। উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার। তাদের দাবি যেসব রাজ্যে বেশিরভাগ বাঙালি শ্রমিকরা পেটের দায়ে কাজ করে বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, আসাম, মনিপুর, তামিলনাড়ু, কেরালা, গুজরাতে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয় ওই সব পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের তরফ থেকে। এব্যাপারে তারা রাজ্য সরকারকে কড়া পদক্ষেপ চান। যদিও পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

প্রথম নজর

সরকারি গাছ কাটতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: সরকারি জায়গা থেকে জীবন্ত গাছ কেটে ফেলার ঘটনায় চাঞ্চল্য নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া টুঙ্গী ভাজনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ১২০ নম্বর বুথ রাস্তার ধারে সরকারি গাছ এইভাবে দিনের পর দিন কেটে ফেলা হচ্ছে। এদিন কিছু গ্রামবাসী স্থানীয় বাসিন্দা গৌর হালদার নামে একজন ব্যক্তিকে গাছ কাটতে দেখে হাতেনাতে ধরে ফেলে। বাসিন্দারা জানতে চান সরকারি গাছ কেন কাটা হচ্ছে। প্রথমে কথা অস্বীকার করলে পরে গ্রামবাসীদের সরকারি গাছ কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করার পর কোন সদুত্তর দিতে না পেরে অভিযুক্ত ব্যক্তি পায়ের জুতো ফেলে রেখে পলিয়ে যাই । গ্রামবাসীরা এই ঘটনা কৃষ্ণগঞ্জ থানায় জানালে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ পৌঁছায় ঘোষণাস্থলে, এরপর কাটা গাছগুলি থানায় নিয়ে যায়। প্রকাশ্য দিনের বেলায় কদম গাছ ও অর্জুন গাছ কাটা ধরে ফেলায় প্রশ্নের মুখে পুলিশ প্রশাসন। কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ কেটে ফেলা গাছগুলো নিয়ে যাওয়াই খুশি গ্রামবাসীরা।

মালদহের বৈষ্ণবনগরে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার

নাজমুস সাহাদাত ● বৈষ্ণবনগর

আপনজন: মালদহের বৈষ্ণবনগর ভগবানপুর গ্রামপঞ্চায়েতের জলরাহি শিশা এলাকায় বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার। এলাকার একটি মাঠে বস্তায় প্রায় ১৭ টি কোটা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে পৌঁছান বোমা উদ্ধার ঘটনাস্থলে অপরাধ তদন্ত বিভাগের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ও দমকলের ইঞ্জিন। কঠিন পরিস্থিতির মাধ্যমে অতি যত্ন সহকারে প্রতিটি বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয়। কোথা থেকে কিভাবে এবং কারা ওই বোমাগুলি কি উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল তার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার বাড়ির পাশে মাঠে খেলতে বল ভেবে মাঠিতে ছুড়ে বোমা বিস্ফোরণ। মাঠে পড়ে থাকা এক প্লাস্টিক বল তুলে খেলতে গিয়েই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। আর এতে গুরুতর জখম হয়ে যায় খেলতে যাওয়া পাঁচজন শিশু। ওই এলাকার ছয়জন শিশু একসাথে খেলতে গিয়েছিল এবং তার মধ্যে থাকা একজন প্লাস্টিক বল ভেবে মারতে গিয়ে ঘটে যায় বিস্ফোরণ। স্থানীয় সূত্রে, বীরনগরের দিলুটোলা এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা মজুত রাখা বোমা কোনোভাবে বাইরে পেয়ে যায় শিশুরা তাতেই বিপত্তি। বোমা বিস্ফোরণে পাঁচজন শিশুর মধ্যে দুজন শিশুর অবস্থা গুরুত্ব জখম। যাদের আনুমানিক বয়স প্রায় সাত থেকে আট বছরের মধ্যে। আজকে আবারও বৈষ্ণবনগর এলাকার বোমা উদ্ধার ঘটনার জেরে অস্বস্তিতে এলাকাবাসী।
ধুলিয়ান-সামসেরগঞ্জের ঘটনায় এলাকা ছেড়ে আশ্রিত হয়েছেন বৈষ্ণবনগরের পারলালপুর হাই স্কুলে। আর পরপর একই এলাকায় বোমা উদ্ধার ও বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অন্যদিকে আজকে বৈষ্ণবনগরের পারলালপুরে আশ্রয় শিবির থেকে ২১ জনকে ঘরে ফেরালো প্রশাসন। ধাপে ধাপে আশ্রয় শিবির থেকে ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা চালাচ্ছে প্রশাসন।

জেইই মেইনে সেরা পুরুলিয়ার দেবদত্তা

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

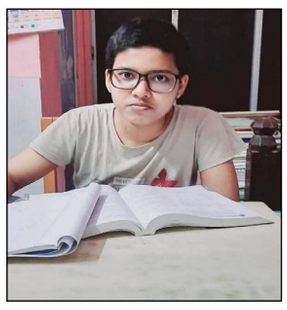

আপনজন: পুরুলিয়ার গর্ব দেবদত্তা মাঝি আবারও প্রমাণ করল নিজের অসাধারণ মেধা। দেশের প্রায় ১১ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেন) পরীক্ষার দ্বিতীয় সেশনে সে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন–তিনটি বিষয়েই শতভাগ নম্বর পেয়ে সে ৩০০-তে ৩০০ নম্বর পেয়েছে। এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে মাত্র ২৪ জন পরীক্ষার্থী, যাদের মধ্যে দু'জন ছাত্রী, আর তাদেরই একজন দেবদত্তা।
দু'বছর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও রাজ্যে প্রথম হয়েছিল দেবদত্তা। মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৭০০-র মধ্যে ৬৯৭–অভিজ্ঞান ও মেধার দৃষ্টান্তস্বরূপ। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও দিয়েছে সে, আর তার পরেই নিয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের দ্বিতীয় সেশনের প্রস্তুতি।
দেবদত্তার বাড়ি পুরুলিয়া জেলার আড়ষা থানার জামবাদ গ্রামে। জঙ্গলমহলের অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই গ্রামে তাঁর আদি বাস। তবে বাবা-মা কর্মসূত্রে থাকেন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়াতে। এই বছরের জানুয়ারি মাসে প্রথম সেশনেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে শীর্ষস্থান দখল করেছিল দেবদত্তা, তখন তার পার্সেন্টাইল স্কোর ছিল ৯৯.৯৯৯২১। এবার তার এনটিএ স্কোর ১০০।
দেবদত্তার বাবা, জয়ন্ত কুমার মাঝি বলেন, "খুবই ভালো লাগছে। দেশের মধ্যে সেরা হয়েছে মেয়ে–এটা অত্যন্ত গর্বের। আশা করি, সে নিজের ভবিষ্যৎ নিজের মতো করে গড়ে তুলবে।"
পুরুলিয়ার এই কৃতি কন্যার সাফল্য শুধু তার পরিবারেরই নয়, গোটা জেলার জন্য এক বিরাট গর্ব ও অনুপ্রেরণা।

উলুবেড়িয়ায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ সমাবেশ

সুরজীৎ আদক ● হাওড়া

আপনজন: বিজেপির ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি চরিতার্থ করার স্বার্থে সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর নামে ইডি-র মাধ্যমে মিথ্যা মামলায় চার্জশিট দিয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের জঘন্য কার্যকলাপের প্রতিবাদে উলুবেড়িয়া মহকুমায় শনিবার জাতীয় কংগ্রেসের বিক্ষোভ সমাবেশ" অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা মোকলেশুর জামান, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অলোক কোলে ও আলম দেইয়ান, জেলা কংগ্রেস নেতা আসরাফ মোল্লা, প্রফেসর ডঃ রিভু সান্যাল, প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য বিশ্বজিৎ মেউর, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, সুদীপ মজুমদার, আব্দুল মোকাদ্দেম, রাজকুমার চন্দ্র, সলীল মুখার্জী, সুব্রত বসু, লক্ষ্মীকান্ত পাল, আব্দুল হাই, মাসিদুর রহমান, সফিকুল রহমান, তাপসী গাঙ্গুলী, বদরুল আনাম, সুকুমার দাস, অজয় মুখার্জী, সেখ মঈনুদ্দিন, রীতা ফারিয়া, প্রলয় মণ্ডল, সাইদা বেগম, গোলাম রসুল মোড়ল, জাহানদার আলি লস্কর, সেখ সুজাউদ্দিন, আশাদুর রহমান প্রমুখ।

জয়নগরে বাম, কংগ্রেস, এসইউসিআই ছেড়ে যোগদান তৃণমূলে

চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: একদিকে সারা রাজ্য জুড়ে যখন বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছে, মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে রাজনীতির ময়দানে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে, তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করে মানুষের কাছে জায়গা করার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই বিরোধীদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের তৃণমূলের হাতকে আরো শক্ত করতে জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৫০০ জন কর্মী সমর্থক নিয়ে ৫০ জনেরও বেশি নেতৃত্ব আজ তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের হাত থেকে।
জয়নগরের সিপিএম , কংগ্রেস ও এসইউসিআই থেকে প্রায় ৫০০ জন তৃণমূলে যোগদান করেন। উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে দুর্গাপুর মোড়ে এই যোগদান পর্ব অনুষ্ঠান হয়। সিপিএমের প্রাক্তন উপপ্রধান আবু কাহার গাজী, কংগ্রেসের উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা সহ প্রায় পাঁচজন প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য, সিপিএমের প্রাক্তন উপপ্রধান আবু কাহার গাজী, সিপিএমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সালাউদ্দিন শেখ ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য আলাউদ্দিন মোল্লা সহ কংগ্রেসের উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের মনিরুদ্দীন গাজী, এসইউসিআই পঞ্চায়েত সদস্য রুখসানা লস্কর সহ প্রচুর কর্মী সমর্থক আজ তৃণমূলের যোগদান করেন।
উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য বন্দনা লস্কর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয় হিন্দ বাহিনীর সহ-সভাপতি রাজু লস্কর, ব্লক সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শামীম আহমেদ ঢালী, তৃণমূল যুব নেতা আরিফ আহমেদ সহ একাধিক নেতৃত্ব।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিদান, চাবুক মারুন তৃণমূল নেতাদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রকাশ্যে বিধায়কের নিদান প্রত্যেকে যন্ত্র রাখুন, বিজেপি জেলা সভাপতির বক্তব্য গণতন্ত্রের চাকুতে শান দিয়ে রাখুন । চাকরী চুরি কান্ডে দুর্নীতিগ্রস্থ তৃণমূল নেতাদের বিধায়ক আছড়ে মারার নিদান দিলেন তো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিদান জামা কাপড় খুলে বিছুটি দিয়ে চাবুক মারার। মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর আক্রমণ ও রাজ্যে চাকরী চুরির প্রসঙ্গে ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে বিজেপি। মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে বাঁকুড়ায় প্রকাশ্যে বিধায়ক যখন প্রত্যেককে সঙ্গে যন্ত্র রাখার নিদান দিলেন সেই একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি বললেন প্রত্যেকে গনতন্ত্রের চাকুতে শান দিয়ে রাখুন। চাকরি চুরি ইস্যুতেও প্রকাশ্যে বেলাগাম বক্তব্য শোনা গেল বিজেপি নেতাদের গলায়। বিধায়কের নিদান চাকরি চুরির ঘটনায় যুক্ত তৃণমূল নেতাদের প্রকাশ্যে আছড়ে মারতে হবে। একধাপ এগিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের জামা কাপড় খুলে প্রকাশ্যে বিছুতি দিয়ে চাবুক মারার নিদান দিলেন। মুর্শিদাবাদে হিংসা ও চাকরী চুরি ইস্যুতে গতকাল বাঁকুড়ার ওন্দায় মহামিছিল করে কড়া ভাষায় তৃণমূলকে আক্রমণ করে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা চাকরী চুরিতে যুক্ত তৃণমূল নেতাদের ঘাড়ে ধরে টাকা আদায়ের নিদান দেন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে আজ ওই দুই ইস্যুতে বাঁকুড়ায় মহামিছিল করে আরো তীব্র ভাবে তৃণমূলকে আক্রমণ শানায় বিজেপি। এদিন বাঁকুড়ার মাচানতলায় আকাশ মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা চাকরীহারাদের উদ্যেশ্য করে বলেন, "আপনারা রাস্তায় নামুন। আমাকে ডাকবেন। আপনাদের যে যে টাকা নিয়েছে তাদের জামার কলার ধরে এই মাচানতলায় নিয়ে এসে আছাড় দিয়ে তাদের মারতে হবে"। বিধায়কের পর বক্তব্য রাখতে উঠে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীও দুর্নীতিগ্রস্থ তৃণমূল নেতাদের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "চাকরীর জন্য কে কে টাকা নিয়েছে তাঁদের নাম আমাদের গোপনে জানান। তাঁদের এই মাচানতলায় নিয়ে এসে প্রকাশ্যে জামাকাপড় খুলে জলবিছুতি দিয়ে চাবুক মারতে হবে"।
এদিনের মঞ্চ থেকে মুর্শিদাবাদ ইস্যুতেও বেলাগাম মন্তব্য করতে শোনা যায় বিজেপি নেতাদের। বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকে হাতে যন্ত্র রাখুন"। যদিও বিধায়ক যন্ত্র বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করেননি। বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় আবার প্রকাশ্যেই গনতন্ত্রের চাকুতে শান দিয়ে রাখার নিদান দিয়েছেন। যদিও সভাপতির দাবী গনতন্ত্রের চাকু বলতে তিনি ভোটারদের ভোটাধিকারের শক্তিকে বোঝাতে চেয়েছেন।
ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

সামশেরগঞ্জের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে কংগ্রেস প্রতিনিধি দল

সারিউল ইসলাম ● সামসেরগঞ্জ

আপনজন: সামশেরগঞ্জের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে করল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, মালদা দক্ষিণের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।
শনিবার সামশেরগঞ্জের সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন তাঁরা। জাফরাবাদে মৃত বাবা-ছেলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। জাফরাবাদের পর তাঁরা পৌঁছান বেতবোনায়। যে সব বাড়িতে হামলা হয়েছিল, গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সব জায়গা ঘুরে-ঘুরে পরিদর্শন করেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এদিন শুভঙ্কর সরকার বারংবার বলেন, "সামনে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিভিন্ন এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল, শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখা দল।" তাঁর সংযোজন, "এলাকায় যে আগুন লেগেছে তাঁতে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালো কারা? প্রশাসন উত্তর খুঁজে বের করুক।"
এদিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল হিজলতলায় উপস্থিত হলে সেখানকার বাসিন্দারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে বলে, "আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে কোন গণমাধ্যম আমাদের উপর আক্রমণ হওয়ার কথা তুলে ধরেনি। রাজ্যপাল-মানবাধিকার কমিশন হয়তো আসবে ভেবেছিলাম আমরা, কিন্তু তাঁরা আমাদের এলাকাতেই পা রাখেননি।" প্রতিটি জায়গায় কংগ্রেস নেতারা সম্প্রীতি বজায় রেখে আগের মত পুনরায় বসবাস করার বার্তা দেন।

স্কুলে মিড ডে মিলের গুণমান পরীক্ষা অভিযান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন গাজোলের বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং মিড ডে মিলের খাবারের গুণমান ঠিকঠাক রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখেন। মিড ডে মিল নিয়ে যারা রান্না করছেন।যে সমস্ত দল তাদের সাথে কথা বলেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে কথা বলেন।
মিড ডে মিলে খাবারে গুণগতমান নিয়ে।বিদ্যালয়ে কোন সমস্যা রয়েছে কিনা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। কোন কোন বিদ্যালয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। গাজোল ১ নং অঞ্চলের গাজোল গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয় করকচ অঞ্চলের মহিল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জুনিয়র হাই স্কুল, শাহজাদপুর অঞ্চলের সৈয়দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।
তিনি বলেন তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনী গিয়েছিলাম মিড ডে মিলের খাবারে গুণগত মান বজায় রয়েছে কিনা সেগুলো খতিয়ে দেখা হয় ।বিদ্যালয়ে কোন সমস্যা রয়েছে কিনা সেগুলো খতিয়ে দেখা হয়। মিড ডে মিলের খাবারের গুণগত মান সঠিকভাবে রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হয় কিছু কিছু বিদ্যালয় দেখা যায় মিড ডে মিলের খাবারে গুণগত মান সঠিকভাবে বজায় থাকছে না , সে বিষয় নিয়ে তিনি খুব উপড়ে দেন এছাড়াও তিনি বলেন যে সমস্ত দল মিড ডে মিলের রান্না করছেন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় কতজন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রান্না করছেন সঠিকভাবে বলতে পারছেন না তারা বলেন মাস্টার মশাই যেভাবে কৌটা মেপে চাল দেন সেভাবে রান্না করা হয়। মিড ডে মিল নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে কথা বলা হয়। কিছু কিছু বিদ্যালয় জল নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে বাথরুমের সমস্যা রয়েছে। সেগুলো নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে আলোচনা করা হয়। সেগুলো ব্লক স্তরের আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে। আমাদের মাঝেমধ্যে এভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করতে হবে মিড ডে মিলে খাবারে গুণগতমান বজায় থাকছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সঠিক সময় আসছেন কিনা সেগুলো দেখতে হবে। আমাদের মাঝে মধ্যে এভাবে পরিদর্শন করতে হবে তবে বিদ্যালয় গুলো সঠিকভাবে চলবে এবং মিড ডে মিলের খাবারও সঠিকভাবে চলবে।কিছু কিছু বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকরা ছুটিতে রয়েছেন বলে জানান আদ্র তারা ছুটিতে রয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। তবে পরিদর্শন করে আমার ভালো লেগেছে মাঝেমধ্যে এভাবে পরিদর্শন করতে হবে। কেননা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প হচ্ছে মিড ডে মিল প্রকল্প। সেই মিড ডে মিল প্রকল্প সঠিকভাবে চলছে কিনা সেগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা মিড ডে মিল প্রকল্পের খাবার সঠিকভাবে পাচ্ছেন কিনা সেগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। খাবারের গুণগত মান বজায় থাকছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে।

নার্সিং কলেজে ছাত্রীদের শপথগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শনিবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের হাটগাছা-২নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সেবাব্রত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং কলেজের চতুর্থ ল্যাম লাইটিং সেরিমণি পালন হল। জানা গেছে,জিএনএম এবং বিএসসি বিভাগে ৯০ জনেরও বেশি ছাত্রী এদিন শপথ গ্রহণ করেন।
উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল অধ্যাপক জয়ন্তী ঘোষ,সেবাব্রত ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশলনাল ট্রাস্টের সভাপতি ডাঃ শান্তি গের,সহ:সভাপতি সৌরভ পাল, সম্পাদক নাসিরউদ্দিন মল্লিক, কোষাধ্যক্ষ দীপক দাস প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শান্তিনিকেতন মেডিকেলের স্বাস্থ্য শিবির

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগিতায় বোলপুর সংলগ্ন মুলুক গ্রামে আজ অর্থাৎ শনিবার, এক বিনামুল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা এই শিবিরে অংশ নিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ওষুধ দেন। এলাকার প্রচুর মানুষ বিনামূল্যে পরিষেবা পেয়ে খুশি।

খয়রাসোল পঞ্চায়েতে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাসোল গ্রাম পঞ্চায়েত কতৃক খয়রাসোল ব্লক এলাকার অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্রে পৌঁছানোর লক্ষ্যে শনিবার দিন থেকে শুরু করা হয় এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান। এদিন খয়রাসোল থানার ভেতর কালী মন্দিরে গাড়ির পূজা দিয়ে এ্যাম্বুলেন্সটি স্থানীয় বাজার, বাসষ্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় হুটার বাজিয়ে। যাহা মূলতঃ এলাকাবাসীদের কাছে জানান দেওয়া যে এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
উল্লেখ্য ১৪ ই এপ্রিল স্থানীয় ব্লক এলাকার ভাদুলিয়া গঙ্গারামচক কয়লা উত্তোলনকারী সংস্থা গোকুয়েস্ট সোলুউশ্যান প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক খয়রাসোল ও নাকড়াকোন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই প্রধানের হাতে কয়লাখনি সংস্থার পক্ষ থেকে দুটি এ্যাম্বুলেন্স অর্পণ করেন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।
খয়রাসোল কালী মন্দিরে পূজা করানোর মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন খয়রাসোল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ, শিক্ষক প্রদীপ কুমার মন্ডল, সমাজসেবী সপ্তম গোপ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।
একান্ত সাক্ষাৎকারে খয়রাসোল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ জানান একটি এ্যাম্বুলেন্স আমাদের খয়রাসোল গ্রাম পঞ্চায়েত কে প্রদান করা হয়েছে কয়লাখনি সংস্থার পক্ষ থেকে।এসি, অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবস্থা যুক্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই গাড়ি হাতে পেয়ে আমরা স্বভাবতই খুশি। কারণ আপতকালে খয়রাশোল এলাকার রোগীদের স্বল্প খরচে বিভিন্ন হাসপাতালে বা চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছানো যাবে। তাছাড়া এলাকায় এসি এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার যুক্ত এ্যাম্বুলেন্স এর ঘাটতি ছিল। সেই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এএক পদক্ষেপ।
তবে গাড়িটি সচল রাখতে নিঃশুল্ক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যার জন্য একটি নির্দিষ্ট দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিলোমিটার প্রতি এবং লোকালে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভাড়া ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে।
এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শুধু খয়রাসোল পঞ্চায়েত নয় সমগ্র খয়রাসোল ব্লক এলাকার মানুষ সুবিধা পাবেন। তবে এ্যাম্বুলেন্সটিতে কোনোভাবেই শব বহন করা যাবে না।

ডুগ্রী ব্রিজ পরিদর্শনে জেলা পরিষদ সদস্যা

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: কাবিলপুর ডুগ্রী ব্রিজ পরিদর্শনে ছুটে এলেন ২৩ নং জেলা পরিষদের সদস্যা সাজিবা খাতুন সহ কাবিলপুর পঞ্চায়েত প্রধান রোজিনা বেগম।
কাবিলপুর অঞ্চলের একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সেতু ডুগ্রী ব্রিজ পরিদর্শন করেন। সেতুর অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও জনদুর্ভোগ বিষয়ক অবহিত করেন। পরিদর্শনকালে সদস্যা সাজিবা খাতুন বলেন, "ইতিমধ্যেই সেতুর বেশ কয়েকটি জায়গা ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে বৃষ্টি মৌসুমে দুর্ঘটনার শঙ্কা রয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিভাগকে জরুরি ভিত্তিতে পূনঃপরীক্ষার জন্য আবেদন জানাবো যাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মেরামতের অর্থ বরাদ্দ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়।" পঞ্চায়েত প্রধান রোজিনা বেগম জানান, "স্থানীয় জনগণের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই আমরা আজকের এই পরিদর্শনের আয়োজন করেছি। সেতুর পূর্ণ মেরামতের তহবিল নিশ্চিত করার জন্য আমরা জেলা পরিষদে আবেদন করবো।" স্থানীয় বাসিন্দা সইবুর রহমান বলেন, "যাত্রী ও যানবাহন চলাচলের সময় সেতুর পাথুরে পিলারগুলোতে বড় বড় ফাটল দেখা যাচ্ছে, যা প্রতিনিয়ত এখানকার মানুষের জন্য প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত মেরামত আশা করছি।"

প্রথম নজর

সৌদি আরবে ২০ হাজারের বেশি প্রবাসী গ্রেফতার

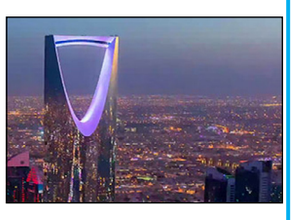

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে গত এক সপ্তাহে ২০ হাজার ৬৮৮ জন অবৈধ প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একাধিক অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে- আবাসিক আইন লঙ্ঘন, সীমান্ত নিরাপত্তা ও শ্রম আইন লঙ্ঘন। শনিবার (১৯ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সৌদি প্রেস এজেন্সি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ১২ হাজার ৩৭২ জনকে আবাসিক আইন লঙ্ঘন, ৪ হাজার ৭৫০ জনকে অবৈধভাবে সীমান্ত পার এবং ৩ হাজার ৫৬৬ জনকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশের দায়ে ১ হাজার ২৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৬১ শতাংশ ইউথোপিয়ান, ৩৬ শতাংশ ইয়েমেনি এবং ৩ শতাংশ অন্যান্য দেশের নাগরিক। এছাড়া ৯৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সৌদি থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার সময়। আরো ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পরিবহন আইন লঙ্ঘন করায়। সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কেউ যদি কাউকে অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশে সহযোগিতা করে থাকে এবং কাউকে পরিবহন ও আশ্রয় দেয় তাহলে তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে। এছাড়া ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানার বিধান রয়েছে। সঙ্গে তার সম্পত্তি এবং যানবাহনও বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

প্রথমবার হাফ ম্যারাথনে দৌড়াল মানবসদৃশ রোবট

আপনজন ডেস্ক: হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে যন্ত্রচালিত পা ফেলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হাফ ম্যারাথনে অংশ নিয়ে এগিয়ে চলল মানবসদৃশ ডজনখানেক দোপেয়ে রোবট। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের রাস্তায় স্থানীয় সময় শনিবার ভোরে এমনই অভিনব দৃশ্যের জন্ম হলো। এ আয়োজন চীনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এক সাহসী প্রদর্শন। ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই দৌড় অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত হাই-টেক শিল্পাঞ্চল ই-টাউন এলাকায়। এর মূল লক্ষ্য ছিল বাস্তব পরিবেশে দুই পায়ে চলা রোবটগুলোর সক্ষমতা যাচাই করা। স্টার্টারের গুলির শব্দে যখন দৌড় শুরু হয়, তখন পেছনে বেজে চলেছে চীনা পপ গান 'আই বিলিভ'। রোবটগুলো একে একে সারিবদ্ধভাবে হাঁটা শুরু করে। সাধারণ দৌড়বিদরাও রাস্তায় সারিবদ্ধ হয়ে মোবাইল ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত ছিল এই অভিনব দৃশ্য ধারণে। একটি ছোট আকৃতির রোবট পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ মাটিতে শুয়ে ছিল, পরে নিজেই উঠে দাঁড়ালে উপস্থিত দর্শকরা করতালি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। দেখতে ট্রান্সফরমারের মতো ও প্রপেলারচালিত অন্য একটি রোবট শুরুতেই রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে এক প্রকৌশলীর ওপরে পড়ে যায়।

আল-আকসা মসজিদ ভাঙার পরিকল্পনা ইসরাইলিদের

আপনজন ডেস্ক: মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদ ভেঙে সেখানে ইহুদি মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা করছে দখলদার ইসরাইলের অবৈধ বসতিস্থাপনকারীরা। হিব্রু ভাষার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এ নিয়ে তারা আলোচনা চালাচ্ছে বলে সতর্কতা জারি করেছে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র ও প্রবাসী মন্ত্রণালয়। শনিবার আলজাজিরার খবরে বলা হয়, এ ব্যাপারে সতর্কতা দিয়ে ফিলিস্তিনি মন্ত্রণালয় এক্সে একটি পোস্ট করেছে। এতে তারা জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তারা বলেছে, আল-আকসা মসজিদ ভাঙার পরিকল্পনাকে আমরা দখলকৃত জেরুজালেমে ইসলামিক এবং খ্রিষ্টানদের পবিত্র স্থানে পদ্ধতিগত উস্কানি হিসেবে বিবেচনা করি। আন্তর্জাতি সম্প্রদায় এবং এ বিষয় সংক্রান্ত জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে এই উস্কানিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব নিয়ে দেখা এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। ইসরাইলি অবৈধ বসতিস্থাপনকারীরা প্রায়ই মুসলিমদের পবিত্র এ স্থানে গিয়ে তাণ্ডব চালায়। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তারা সেখানে ধর্মীয় প্রার্থনা করে। এতে তাদের সরাসরি সহায়তা করে দখলদার ইসরাইলের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। এসব অবৈধ বসতিস্থাপনকারী ফিলিস্তিনিদের ব্যক্তিগত ভূমিতে জোরপূর্বক বাস করে। তারা দখলদার ইসরায়েলি সরকার থেকে সবধরনের সুরক্ষা পেয়ে থাকে। গত সপ্তাহেও আল আকসা মসজিদে কয়েক ডজন ইসরাইলি অবৈধ বসতি স্থাপনকারী (সেটলার) জোর করে ঢুকে ধর্মীয় আচার পালন করেছে। জেরুজালেমের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চুক্তি অনুযায়ী, ইসলাম ধর্মের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান হিসেবে বিবেচিত ওই মসজিদ চত্বরে অমুসলিমদের কোনো ধরনের ধর্মীয় আচার পালনের অনুমতি নেই। ১৯৬৭ সালে আল-আকসা নিজেদের দখলে নেয় ইসরাইল। চুক্তি অনুযায়ী, সেখানে মুসলমানরা নামাজ আদায় করতে পারেন। আর ইহুদিরা প্রবেশ করতে পারেন, তবে প্রার্থনার অনুমতি নেই তাদের। এরপরও সেখানে অবস্থিত 'টেম্পল মাউন্টে' প্রার্থনা করে থাকেন ইহুদিরা।

গাজায় প্রতিটি রাত মানেই ভয় আর আতঙ্ক

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকা একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড; যার আকাশজুড়ে প্রতিনিয়ত ঘুরছে যুদ্ধবিমান আর ভূমিতে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। এখানকার প্রতিটি রাত যেন একেকটি দুঃস্বপ্নের নামান্তর, যেখানে মানুষ ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিশ্চিত না–পরের ভোর দেখবে কিনা। গাজায় রাত আসার মানে হলো অজানা ধ্বংসযজ্ঞের আরেকটি অধ্যায় শুরু। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পরিবেশ বদলে যায়। শিশুদের চোখে ভয়, মায়েদের মনে দুশ্চিন্তা, আর পুরুষদের মুখে দায়িত্ব আর বাঁচার লড়াই। সাধারণ মানুষের জন্য রাতের সময়টা হয়ে উঠে ভয়ানক ও অবিরাম যন্ত্রণার–কারণ কেউই নিরাপদ নয়, না নিজের ঘরে, না অস্থায়ী তাঁবুতে, না শরণার্থী ক্যাম্পে। গাজার নাগরিকরা মনে করেন, সময় যত গড়াচ্ছে পরিস্থিতি ততই হতাশাজনক হয়ে উঠছে, জীবনযাপন কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে এবং তারা যেভাবে এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছিলেন, সেই সহ্যশক্তিও এখন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। তারা জানিয়েছেন যে, তারা এমন এক নজিরবিহীন উত্তেজনা ও মানবিক সংকট প্রত্যক্ষ করছেন যা তারা আগে কখনো দেখেননি। গাজার বাসিন্দারা জানেন না, পরবর্তী হামলা কখন হবে এবং তাদের কোনো ধারণা নেই যে এই যুদ্ধবিরতির আলোচনা ভবিষ্যতে আদৌ কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে কি না। স্থানীয় বাসিন্দা ফাতেমা বলেন, আমার ৭ বছরের ছেলেকে নিয়ে ঘুমানোর সময় এখনো আমার বুকের উপর তার মাথা রেখে ঘুমোতে হয়। বোমার শব্দে সে কেঁপে উঠে আর জিজ্ঞেস করে, মা; আজও কি আমরা বাঁচব? রাত হলেই যুদ্ধবিমানের শব্দ, ড্রোনের গুঞ্জন, হঠাৎ করে আলোকচ্ছটা আর তার পরেই বিস্ফোরণ–এই চিত্র যেন সাধারণ হয়ে উঠেছে। ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার হারাচ্ছে প্রিয়জন, স্কুলগুলো পরিণত হয়েছে শরণার্থী শিবিরে। জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুল বা সেন্টারগুলোতেও রাতের নিরাপত্তা নেই। অনেক সময় লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে সেগুলোও। যে শিবিরে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে একটিমাত্র বাথরুম, অল্প খাবার আর সীমিত জল সবকিছুই চরম সংকটের নাম।

ইরানে পরমাণু কেন্দ্রে একাই হামলা চালাতে চায় ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা থেকে সরে আসেনি ইসরায়েল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন না থাকলেও আগামী কয়েক মাসের মধ্যে একাই 'সীমিত পরিসরে' হামলা চালাতে চায় দেশটি। নিউইয়র্ক টাইমসের বরাত দিয়ে শনিবার সিনহুয়া এই খবর জানিয়েছে। ইসরায়েলি এক কর্মকর্তা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো দুই ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এ খবর জানানো হয়েছে। এদিন প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা নিয়ে ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র আপাতত এই ধরনের পদক্ষেপকে সমর্থন করবে না। তবু নিজেদের পরিকল্পনায় অনড় ইসরায়েলি নেতা। পরমাণু ইস্যুতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যখন ইতালির রাজধানী রোমে দ্বিতীয় দফার আলোচনায় বসেছেন ঠিক তখনই ইসরায়েল এই ধরনের হুমকি দিয়েছে। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা তেহরানকে পরমাণু অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। নেতানিয়াহু বলেছেন, ইরানের সঙ্গে আলোচনার বদলে তাদের পরমাণু কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত। ইরানের পরমাণু কর্মসূচিতে হামলা চালানোর ইসরায়েলি পরিকল্পনা ফাঁস করেছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। ফাঁস হওয়া এই তথ্য ও পরবর্তী প্রতিবেদনকে ইসরায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাঁসগুলোর মধ্যে একটি বলে মন্তব্য করেছেন এক জ্যেষ্ঠ ইসরায়েলি কর্মকর্তা। মার্কিন প্রশাসনের কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে বুধবার নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে জানায়, ইরানের পরমাণু স্থাপনায় দ্রুত হামলা চালাতে চান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রকেও পাশে চান তিনি। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ইসরায়েল মে মাসের শুরুর দিকে ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোর ওপর হামলার পরিকল্পনা করেছে। তাদের লক্ষ্য, ইরানের পরমাণু অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা এক বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য পিছিয়ে দেওয়া। সমন্বিত বিমান হামলা ও কমান্ডো অভিযানের চিন্তা-ভাবনার পর ইসরায়েল ট্রাম্পকে একটি 'বিস্তৃত বোমা হামলার' প্রস্তাব দেন। প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায়, ইসরায়েলি কর্মকর্তারা আশা করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র কেবল এই অভিযানে অনুমতিই দেবে না, বরং এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। তবে ট্রাম্প আলোচনার মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে নতুন করে একটি চুক্তি চাইছেন। এই কারণে তিনি ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোতে যৌথ হামলার ইসরায়েলি প্রস্তাবে রাজি হননি। পরে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনের আংশিক সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ট্রাম্প।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাজারেরও বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল

আপনজন ডেস্ক: সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এক হাজারেরও বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে অনেকেই নির্বাসনের ঝুঁকিতে পড়েছেন এবং দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ১৬০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে ১,০২৪ জন শিক্ষার্থী– যার মধ্যে হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড, মিশিগান ও ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে এই ধরনের সংকটে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৩মি.

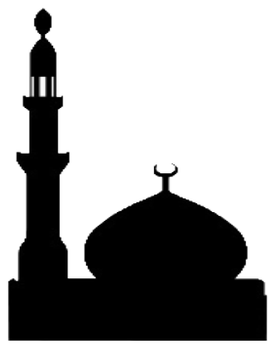

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৮	৫.১১
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৩	
এশা	৭.১৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৬	

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক
কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১০৬ সংখ্যা, ৬ বৈশাখ ১৪৩২, ২১ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

জীবনে প্রকৃত সুখ

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল কাহনেম্যান বৎসর দুই পূর্বে বলিয়াছিলেন- 'শুধু টাকাই পারে মানুষের জীবনে প্রকৃত সুখ আনিতে।' কাহনেম্যান এই কথাটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, সুখের অনেক নির্ধারক রহিয়াছে-তাহার মধ্যে একটি হইল অর্থ। আর সেই অর্থই সুখের একমাত্র গোপন চাবিকাঠি- যাহা মানুষের জীবনে সুখ বাড়াইতে সর্বাগ্রে সাহায্য করে।

শুধু কাহনেম্যান নহেন, মার্কিন লেখিকা গ্রেটচেন রুবিন তাহার 'দ্য হ্যাপিনেস প্রজেক্ট' গ্রন্থে লিখিয়াছেন-'অর্থ দিয়া সরাসরি সুখ কিনা যায় না বটে, তবে অর্থ ব্যয় করিয়া আপনি যে অসংখ্য জিনিস ক্রয় করেন কিংবা প্রয়োজনের সময় অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য রাখেন- তাহা আপনার ভালো থাকিবার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।' অন্যদিকে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক জো গ্লাডস্টোন বলিয়াছেন, 'ইতিপূর্বে সকল গবেষণায় সার্বিক সুখের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক খুবই কম বলিয়াই দেখা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের গবেষণা তাহা ভুল প্রমাণ করিয়াছে। অর্থ থাকিলে মনের মতো যে কোনো পণ্য ও সেবা ক্রয় করা যায়। এই বস্তুগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মানসিক চাহিদা পূরণ হয় মন ও মেজাজ ভালো থাকে। শুধু তাহাই নহে-অর্থ আমাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে। সার্বিকভাবে ভালো থাকিবার জন্য তো এই সকল কিছুই প্রয়োজন।' যুক্তরাজ্যের ৭৭ হাজার ব্যাংক লেনদেন পর্যালোচনা করিয়া জো প্লাডস্টোন তাহার গবেষণায় দেখিয়াছেন-অর্থের তাৎক্ষণিক সহজলভ্যতা জীবনে সন্তুষ্টি আনে।

কিন্তু জীবনের সন্তুষ্টি কি এতই সহজ? ইহা সত্য যে, অভাব যখন দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়, ভালোবাসা তখন জানালা দিয়া পালাইয়া যায়। যদিও ইহার পালটা প্রবাদ রহিয়াছে-অর্থই সকল অনর্থের মূল। তবে পরিশ্রম, সংগ্রাম ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যাহারা জীবনভর অঢেল অর্থ উপার্জন করিয়াছেন-প্রয়োজনের সময় কি তাহার সেই উপার্জন সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগে? সারা জীবন কষ্ট করিয়া আয়-উপার্জন ও সম্পদ তৈরির পর বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়-সেই অর্থ যেন জীবনসংসারের নিকট জিম্মি হইয়া যায়। এই চিত্র অধিক দেখা যায় আমাদের এই উপমহাদেশে। এই জন্য প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) তাহার 'জীবন সংগীত' কবিতায় বলিয়াছেন-'বলো না কাতর স্বরে/ বৃথা জন্ম এ সংসারে/ এ জীবন নিশার স্বপন,/ দারা পুত্র পরিবার/ তুমি কার কে তোমার'। ইহার পর কবি সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন-'করো না সুখের আশ,/ পরো না দুখের ফাঁস,/ জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,/ সংসারে সংসারি সাজ,/ করো নিত্য নিজ কাজ,/ ভবের উন্নতি যাতে হয়।/ দিন যায় ক্ষণ যায়,/ সময় কাহারো নয়'।

হেমচন্দ্র উপমহাদেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়া যাহা বলিয়াছেন-তাহা কি আজও সত্য নহে? যতক্ষণ একজন সফল ব্যক্তির হাতে রহিয়াছে অর্থ ও সম্পদের চাবিকাঠি, ততক্ষণ অবধিই যেন তাহার মূল্য। জ্ঞানীরা বলেন, সংসার একধরনের 'রিলে রেসের মতো'- সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তিকেই 'ব্যাটন হাতে' সবচাইতে বেশি দৌড়াতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ব্যাটন হাতে থাকিবে-ততক্ষণই কি কেবল মূল্য? প্রবল শ্রমসহযোগে অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি যে পুরা দলকে সবচাইতে বেশি আগাইয়া দিলেন-ইহার পর তাহার হাত হইতে যখন 'ব্যাটন' অন্যের হাতে চলিয়া গেল-তখন কি তাহার ভালোমন্দ-ইচ্ছা-স্বাধীনতা-সকল কিছু মূল্যহীন হইয়া গেল? এই ক্ষেত্রে স্মরণ করিতে হয় মহামতি চাণক্যের শ্লোক। তিনি বলিয়াছিলেন: 'পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।/কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং।' সহজ বাংলায়- 'বিদ্যা কেবল পুথিগত হইলে এবং অর্থ অন্যের নিকট গচ্ছিত থাকিলে, সেই বিদ্যা এবং অর্থ প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে না।'

এমতাবস্থায় আমাদের আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে হেমচন্দ্রের কথায়। তিনি একাংশে বলিয়াছে: 'ওহে জীব অন্ধকারে,/ ভবিষ্যতে করো না নির্ভর:/অতীত সুখের দিন, পুনঃ আর ডেকে এনে,/ চিন্তা করে হইও না কাতর।' আর শেষ কথা হইল-মহান আল্লাহ যাহার কিসমতে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাই হইবে। সুতরাং অধিক চিন্তা করিয়া কাতর হইয়া কী হইবে?

ট্রাম্পকে রুখতে চিন, ইউরোপ কি হাত মেলাবে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকভাবে বিশেষ কোনো যুক্তি ছাড়াই বিগত শত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপ করেছেন এবং তা প্রায় সব দেশের ওপরই কার্যকর করেছেন। তারপর হঠাৎই (যদিও তিনি আগেই বলেছিলেন, এই শুল্কগুলো স্থায়ী হবে) তিনি সব দেশের জন্য নতুন 'পারস্পরিক' শুল্ক স্থগিত রাখেন, শুধু একটি দেশ ছাড়া। লিখেছেন **ন্যান্সি কিয়ান**।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকভাবে বিশেষ কোনো যুক্তি ছাড়াই বিগত শত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপ করেছেন এবং তা প্রায় সব দেশের ওপরই কার্যকর করেছেন। তারপর হঠাৎই (যদিও তিনি আগেই বলেছিলেন, এই শুল্কগুলো স্থায়ী হবে) তিনি সব দেশের জন্য নতুন 'পারস্পরিক' শুল্ক স্থগিত রাখেন, শুধু একটি দেশ ছাড়া।

বাকি সব দেশের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প ১০ শতাংশ হারে শুল্ক রাখেন। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে তিনি আরও কঠোর ব্যবস্থা নেন। ফেব্রুয়ারি ও মার্চে দুই দফা ১০ শতাংশ করে শুল্ক আরোপের পর 'মুক্তির দিন' ঘোষণা করে ৩৪ শতাংশ নতুন শুল্ক আরোপ করেন এবং পরে তা বাড়িয়ে ৮৪ শতাংশ করেন। সব মিলিয়ে চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য সর্বনিম্ন কার্যকর শুল্ক দাঁড়ায় ১৪৫ শতাংশ (তবে ভোক্তাপণ্যের ক্ষেত্রে সাময়িক ছাড় রয়েছে)।

চীন প্রথম দুই দফা ১০ শতাংশ শুল্কের প্রতিক্রিয়ায় সমপরিমাণ শুল্ক আরোপ করেছিল এবং ট্রাম্পের সঙ্গে একটা চুক্তির আশা করেছিল। কিন্তু শেষ দফার শুল্ক বৃদ্ধির পর চীনও সমানহারে পাল্টা শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। ফলে এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর মোট ১২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের ধারণা হলো, চীন সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য হ্রাসের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি সহ্য করতে পারবে না। চীনের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ২০ শতাংশ আসে রপ্তানি থেকে। আর এই রপ্তানির ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ছিল চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য। এই রপ্তানির ওপর ১৪৫ শতাংশ শুল্ক চাপলে চীনের ব্যবসা, শ্রমজীবী মানুষ এবং পরিবারগুলোর ওপর বড় রকমের প্রভাব পড়বে, বিশেষ করে যখন চীনের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ছে এবং নতুন গতি সঞ্চারের চেষ্টা চলছে।

তবে ট্রাম্প যেভাবে হঠাৎ এবং অদ্ভুতভাবে এই শুল্ক আরোপ করেছেন, তা চীন সরকারের জন্য একটি বড় রাজনৈতিক সুবিধা তৈরি করেছে। সাধারণত অর্থনৈতিক মন্দা হলে জনগণ দেশীয় নীতির দোষ খুঁজে পায়। কিন্তু ট্রাম্প যেভাবে এলোমেলোভাবে এমনকি দরিদ্র দেশ যেমন লেসোথো কিংবা পেঙ্গুইনে ভরা দ্বীপগুলোর ওপরও শাস্তিমূলক শুল্ক চাপিয়েছেন, তা দেখে সাধারণ চীনারা এই অর্থনৈতিক কষ্টের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে 'সন্ত্রাসী আচরণের' জন্য দায়ী করবে।

চীন সরকার বারবার বলছে, বাণিজ্য দুই পক্ষের জন্যই লাভজনক এবং বাণিজ্যযুদ্ধে কেউ জয়ী হতে পারে না। একই সঙ্গে তারা জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যত বেশি যুক্তিহীন আচরণ করবে, তত বেশি চীন সরকার দেশের ভেতরে জনসমর্থন পাবে।

চীন এখন আর একা নয়। বাইডেন প্রশাসন যেখানে মিত্রদেশগুলোকে নিয়ে চীনকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল, সেখানে ট্রাম্পের নীতির কারণে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী মিত্রদেশগুলো এখন এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়েছেন। এর জবাবে ইইউ চীনের মতোই পাল্টা শুল্কের ঘোষণা দিয়েছিল। তবে শেয়ারবাজারে ধস এবং মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত কিছুটা পিছু হটে শুল্ক স্থগিত করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের চীনের ওপর সাম্প্রতিক মনোযোগকে কেউ কেউ দেখছেন ইউরোপ ও অন্য দেশগুলোকে চীনের বিরুদ্ধে একত্র করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে। এটা কিছুটা সফলও হয়েছে। যেমন মেক্সিকো বলেছে, তারা চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের সঙ্গে মিল রেখে নিজেদেরও শুল্ক আরোপ করবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে অনেকটা নিজেরই ক্ষতি করে ফেলেছে। এমনকি যদি ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সফলভাবে আলোচনাও করে, তবু এই শুল্ক এবং ইউক্রেন ও গ্রিনল্যান্ড নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনার ফলে ইউরোপের দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র আর একটি বিশ্বাসযোগ্য অর্থনৈতিক অংশীদার বা কৌশলগত মিত্র হিসেবে দেখা হবে না।

এ কথা ঠিক, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হতাশা থেকেই ইউরোপ হঠাৎ চীনের মিত্র হয়ে যাবে না। ইউরোপেরও চীনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে চীনের সস্তায় বিপুল হারে বৈদ্যুতিক গাড়ি রপ্তানি এবং রাশিয়াকে ইউক্রেন যুদ্ধের সময় সমর্থন দেওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু ট্রাম্প যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যকে সবার জন্য ব্যয়বহুল এবং অনিশ্চিত করে তুলেছেন, তা ইউরোপকে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করার দিকে আগ্রহী করে তুলেছে।

ট্রাম্প আবারও যুক্তরাষ্ট্রকে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বের করে এনেছেন। কিন্তু ইউরোপ ও চীন উভয়েই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। চীন এখন বৈদ্যুতিক গাড়ি (ইভি) এবং সোলার প্যানেল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ। সেই সঙ্গে তারা সব থেকে দ্রুত হারে সবুজ জ্বালানি প্রযুক্তি ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে এগিয়ে চলেছে, যা ইউরোপেও নতুন করে আগ্রহ তৈরি করেছে।

নিশ্চিতভাবে ইউক্রেন যুদ্ধ এবং চীনা রপ্তানি ইউরোপীয় উৎপাদনকারীদের ওপর যে প্রভাব ফেলছে, তা জটিল বিষয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে নিজেদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে চীন ও ইউরোপ একে অপরের সঙ্গে সমঝোতায় যেতে আগ্রহী হতে পারে। এই চুক্তি কেমন হবে, তা বলা কঠিন, তবে সম্ভাবনার অভাব নেই।

চীন ইউরোপ থেকে আরও পণ্য আমদানি করতে পারে, ইউরোপে রপ্তানির পরিমাণ সীমিত করতে পারে এবং তাদের মুদ্রার মূল্য বাড়াতে পারে। তারা ইউরোপীয় শিল্প খাতকে যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইভি ব্যাটারি এবং বৈদ্যুতিক গ্রিড উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য প্রযুক্তি ভাগাভাগি করতে পারে। এতে ইউরোপের দৃষ্টিতে যেসব চীনা সরকারি ভর্তুকি অসাধু প্রতিযোগিতা তৈরি করে, তা ইউরোপীয় ভোক্তা ও উৎপাদনকারীদের জন্য বরং উপকারে আসবে। ইউরোপ চাইলে চীনকে আরও বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উৎসাহ দিতে পারে, যা চীনের নেতারা দীর্ঘদিন ধরে চাইছে।

চীন পুরোপুরি রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, এমনটা সম্ভব নয়। কিন্তু নিজেদের স্বার্থে তারা বাস্তববাদী কিছু কাজ করে থাকে। যদি চীন ইউরোপের কাছে একটি ভালো ইচ্ছার বার্তা দিতে চায়, তাহলে তারা কিছু কাজ করতে পারে। যেমন ইউক্রেন থেকে বেশি খাদ্যপণ্য কিনতে পারে, যাতে আমেরিকার কৃষিপণ্যের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হয়। তারা ইউক্রেনের শরণার্থীদের সাহায্য করতে পারে, ইউক্রেনের ধ্বংস হওয়া অবকাঠামো আবার গড়ে তুলতে নিজেদের নির্মাণকাজে দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারে এবং এমন ব্যবস্থা নিতে পারে, যাতে চীনা ভাড়াটে সৈন্যরা রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করতে না পারে।

সম্প্রতি স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বেইজিং সফর করেছেন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং জুলাইয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করছেন। এসব স্পষ্ট করে দেয়, বিশ্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি পারস্পরিক সহযোগিতার সুফল সম্পর্কে সচেতন। যদি তারা সফলভাবে এ সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারে, তাহলে এই বাণিজ্যযুদ্ধ চীনের জন্য একেবারে খারাপ হবে না, বরং যেটাকে অর্থনৈতিক সংকট মনে হচ্ছে, সেটাই হয়তো একটি ভূরাজনৈতিক সুযোগে পরিণত হতে পারে।

চীন সরকার বারবার বলছে, বাণিজ্য দুই পক্ষের জন্যই লাভজনক এবং বাণিজ্যযুদ্ধে কেউ জয়ী হতে পারে না। একই সঙ্গে তারা জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যত বেশি যুক্তিহীন আচরণ করবে, তত বেশি চীন সরকার দেশের ভেতরে জনসমর্থন পাবে। চীন এখন আর একা নয়। বাইডেন প্রশাসন যেখানে মিত্রদেশগুলোকে নিয়ে চীনকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল, সেখানে ট্রাম্পের নীতির কারণে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী মিত্রদেশগুলো এখন এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়েছেন। এর জবাবে ইইউ চীনের মতোই পাল্টা শুল্কের ঘোষণা দিয়েছিল। তবে শেয়ারবাজারে ধস এবং মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত কিছুটা পিছু হটে শুল্ক স্থগিত করেন। যুক্তরাষ্ট্রের চীনের ওপর সাম্প্রতিক মনোযোগকে কেউ কেউ দেখছেন ইউরোপ ও অন্য দেশগুলোকে চীনের বিরুদ্ধে একত্র করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে। এটা কিছুটা সফলও হয়েছে। যেমন মেক্সিকো বলেছে, তারা চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের সঙ্গে মিল রেখে নিজেদেরও শুল্ক আরোপ করবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে অনেকটা নিজেরই ক্ষতি করে ফেলেছে। এমনকি যদি ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সফলভাবে আলোচনাও করে, তবু এই শুল্ক এবং ইউক্রেন ও গ্রিনল্যান্ড নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনার ফলে ইউরোপের দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র আর একটি বিশ্বাসযোগ্য অর্থনৈতিক অংশীদার বা কৌশলগত মিত্র হিসেবে দেখা হবে না।

ন্যান্সি কিয়ান নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক, চায়না ইকন ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

রাফায়েল বের

'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা' মানে ট্রাম্পকে মানো

বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র এখনো একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তবে চার মাস আগের তুলনায় দেশটির গণতন্ত্র অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেশের সংবিধান অপরিবর্তিত থাকলেও প্রেসিডেন্টের নিয়মকানুন উপেক্ষা এবং সেগুলো কার্যকর করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা এই অবস্থা তৈরি করেছে।

প্রশ্ন হলো, কোনটা আসল যুক্তরাষ্ট্র—যেটি আইনকে সম্মান করে, নাকি যেটি আইনকে উপহাস করে? যদি দ্বিতীয়টাই বাস্তব হয়, তাহলে ব্রিটেন কি সেই যুক্তরাষ্ট্রকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে? এ প্রশ্ন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ইউরোপ-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির ভেতরে লুকিয়ে আছে।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের মতে, এই চুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তিনি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প 'যুক্তরাজ্যকে সত্যি ভালোবাসেন' এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে শুধু বাণিজ্য নয়, গভীর সাংস্কৃতিক মিলও রয়েছে। এটি সেই ভ্যান্সের বক্তব্যের বিপরীত, যিনি এ বছরের শুরুতে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপকে খ্রিষ্টবিরোধী ও সেন্সরশিপপ্রবণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন।

মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, ইউরোপের সবচেয়ে বড় হুমকি আসছে 'ভেতর থেকে' এবং তারা সেই মূল্যবোধ থেকে সরে যাচ্ছে, যা একসময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিল।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলে ভ্যান্স আবার একই অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হচ্ছে। এটি যা আমেরিকান প্রযুক্তি কোম্পানি ও নাগরিকদের ওপর প্রভাব ফেলছে।

ভ্যান্স মূলত 'অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট'-এর কথা বলছিলেন, যা সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ক্ষতিকর কনটেন্ট সরানোর দায়িত্ব দেয়। এই আইন ২০২২-২৩ সালে তৈরি হয় এবং এর পরিধি বারবার পরিবর্তিত হয়েছে।

বর্তমান আইনে সহিংসতা, সন্ত্রাসবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, আত্মহত্যার প্ররোচনা, শিশু নির্যাতনের ছবি ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এসব নিয়ন্ত্রণ করবে যুক্তরাজ্যের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা অফকম। এখানে আইন ভঙ্গ করলে জরিমানা বা এমনকি ফৌজদারি মামলা হতে পারে। বাস্তবে এই আইন কেমন কার্যকর হবে, তা এখন প্রশ্নের বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে হলে এই আইনকে অনেকটা শিথিল করতে হতে পারে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অফকমের সঙ্গে দেখা করে অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বলেছে, তারা বিশ্বজুড়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায়।

স্টারমার সংসদীয় কমিটিতে স্বীকার করেছেন, প্রযুক্তি কীভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে, তা আলোচনার বিষয়।

এমনকি কর ফাঁকি ঠেকাতে ডিজিটাল সার্ভিস ট্যাক্স নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প একটি সমঝোতা চুক্তিতে সই করেন। তাতে বলা হয়, বিদেশে মার্কিন কোম্পানিগুলোর ওপর কোনো চাপ দিলে তা সহ্য করা হবে না। তারা যেকোনো নিয়ন্ত্রণকে 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ' বলে দেখাচ্ছে। এই নীতিকে 'সর্বজনীন অধিকার রক্ষার' ভাষায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। এটি একধরনের সাম্রাজ্যবাদী চাপের মতো। অন্য খাতে যেমন কৃষিপণ্যে যুক্তরাষ্ট্র এমন দাবি তুলতে পারে না, তারা এখনো বলেনি যে ক্লোরিন ধোয়া মুরগির মাংসকে ইউরোপে নিষিদ্ধ করা মতপ্রকাশের সীমালঙ্ঘন। এটা ঠিক, অনলাইন কনটেন্ট কোনটা সহনীয় আর কোনটা নয়, তা নিয়ে যুক্তিসংগত মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে সবাই মানে, কিছু সীমা অবশ্যই আছে, যেমন শিশু যৌন নির্যাতনের ছবি কখনোই 'মতপ্রকাশ' নয়।

অনলাইন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সেটি ঠিক করা অনেক জটিল বিষয়। তত্ত্বে যেমন কঠিন, বাস্তবে তা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, আমরা যেসব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করি, সেগুলো আসলে ব্যক্তিগত মালিকানার লাভের জন্য চালানো ব্যবসা—সরকারি বা জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয়। এমন অবস্থায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব এমন এক মার্কিন প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া যুক্তরাজ্যের উচিত নয়, যাদের সঙ্গে বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানির ঘনিষ্ঠ এবং অনেক সময় দুর্নীতির সম্পর্ক রয়েছে।

ট্রাম্পের সঙ্গে সিলিকন ভ্যালির ধনকুবেরদের সম্পর্ক যে শুধু ব্যবসায়িক, তা নয়। এর মধ্যে আদর্শগত বিষয়ও জড়িত। এই ধনীরা নিজেদের ক্ষমতা ও অর্থ ব্যবহার করে ট্রাম্পকে জেতাতে সাহায্য করেছেন, এখন তাঁরা এর প্রতিদান চাইছেন।

ট্রাম্পের নীতির মধ্যে তেমন কোনো সুসংগত যুক্তি নেই। 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা' মানে তাঁর মতে হলো এমন বক্তব্য, যা প্রেসিডেন্টের নিজের পক্ষপাতকে আরও জোরালো করে তোলে। আর কেউ যদি তাঁর মিথ্যা কথা সত্য তথ্য দিয়ে সংশোধন করে, তাহলে সেটা 'সেন্সরশিপ' বলে বিবেচিত হয়। এই বিভ্রান্তিকর চিন্তাভাবনা শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নেই, যুক্তরাজ্যেও দেখা যাচ্ছে। দেশটির কনজারভেটিভ নেতা কেমি বাডেনোকও ঠিক এমনই ভাবেন। তিনি জেডি ভ্যান্সকে নিজের বন্ধু মনে করেন। মিউনিখে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স যে বক্তৃতা দেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বাডেনোক বলেন, 'তিনি আসলে বেশ কিছু সত্য কথা বলেছেন।' বাডেনোক নিজেও প্রায়ই বলেন, ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে সরকারি দপ্তর হোয়াইটহল—এখন তথাকথিত 'উয়োক' (অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রগতিশীল) মতাদর্শে আক্রান্ত, যা মানুষকে দমন করে। যুক্তরাজ্যের উচিত নয় এমন একটি দেশের কাছ থেকে গণতন্ত্র শেখা, যারা সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে ও মামলা দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের কথা মানতে বাধ্য করে, একদিকে স্বৈরাচারী শাসকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখে আর অন্যদিকে গণতান্ত্রিক বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনকি তারা নির্দোষ মানুষদের ধরে নিয়ে যায়, জেলে রাখে, আর আদালত তাদের মুক্তি দিতে বললেও সে আদেশ মানে না।

এসবই সেই 'মূল্যবোধ', যেগুলো নিয়ে জেডি ভ্যান্স আফসোস করে বলেন, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র দূরে সরে যাচ্ছে। এই হচ্ছে সেই 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতার' আদর্শ, যা ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য করতে হলে মেনে নিতে হবে, রক্ষা করতে হবে। এই কি সেই 'বাস্তব সাংস্কৃতিক মিল', যার কারণে ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি পাওয়ার যোগ্য হবে? আমরা আশা করব, তা যেন না হয়।

রাফায়েল বের গার্ডিয়ান পত্রিকার কলাম লেখক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া

প্রথম নজর

কোয়ালিটি শিক্ষা নেতৃত্ব নিয়ে সেমিনার দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দুর্গাপুরের নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুলে (উচ্চ মাধ্যমিক) ইউরোশিয়া এডুকেশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের সহযোগিতায় 'প্রমোটিং কোয়ালিটি লিডারশিপ ইন এডুকেশন' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। মালয়েশিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা এই সম্মেলনে অংশ নেন, যার মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা।

সম্মেলনে স্কুলটির অসাধারণ রূপান্তর ও সাফল্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। একসময়ের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানটি আজ ভারতের একটি মডেল স্কুলে পরিণত হয়েছে, যার পেছনে প্রধান শিক্ষক *ড. কালিমুল হক*-এর দক্ষ নেতৃত্বকে চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তাঁর পরিচালনায় স্কুলটি একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা অর্জন করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মালয়েশিয়ার প্রফেসর ড. সুন্দ্ররাজন নাগামুথু বলেন, "ড. হকের মতো গতিশীল নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপী শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।" এছাড়া মালেশিয়া থেকে উপস্থিত ছিলেন নূর হালিমী বিনতি ইলিয়াস, সিতি নাদিয়া , আজিরাহ ও পদিরাহ প্রমুখ বাংলাদেশের এটিএম মামতাজুল করিম অভিমত দেন, "এমন সুপরিকল্পিত ও উন্নত সরকারি স্কুল আমরা খুব কমই দেখেছি।"

ড. জাহাঙ্গীর আলম, স্কুলনেতৃত্বের কৌশল ও দূরদর্শিতাকে অনুকরণীয় বলে আখ্যায়িত করেন।

ইউরোশিয়া এডুকেশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের সভাপতি ড. সফিকুল ইসলাম, সম্পাদক তরুণ পাল এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী মুকুট কান্তি নাহা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এই আয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুরুত্বকে আরও সুস্পষ্ট করে।

ড. কালিমুল হক বলেন, "এই সম্মেলন আমাদের স্কুলের সাফল্যকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং শিক্ষায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে।" নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুলের এই যাত্রা শুধু স্থানীয় নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে বলে সম্মেলনে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

হাসপাতাল ও পুলিশি সহায়তায় বাড়ি ফিরল নিখোঁজ বালিকা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: হাসপাতালের কর্মী ও পুলিশের তৎপরতায় নিখোঁজ সাত বছরের মেয়ে ফিরে গেল বাড়িতে। সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে আরাধ্যা কেওট কে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিল সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মী ও পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত পেটুয়ার মসজিদ মোড় এলাকায়। আরাধ্যার পিতা অশোক কেওট ও মাতা আয়েশা কেওট-এর একমাত্র কন্যা।

ঘটনার দিন বিকেল চারটে নাগাদ, পাড়ার টিউশান স্যারের কাছে পড়তে গিয়ে, মা-বাবার বকুনি খেয়ে আর বাড়ি ফেরেনি সে। এর পর থেকেই তার খোঁজ না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। এদিকে, সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালের আশপাশে এক ছোট মেয়েকে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরতে দেখে, হাসপাতালের কিছু কর্মীর সন্দেহ হয়। মেয়েটির বয়স, মুখের ভাবভঙ্গি ও একা ঘোরাঘুরি দেখে তাঁরা তার খোঁজ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মেয়েটির পিঠে একটি স্কুল ব্যাগ ছিল। ব্যাগ খুলে বইপত্র ঘেঁটে জানা যায় তার নাম–আরাধ্যা কেওট। কিন্তু প্রশ্ন করার পরও মেয়েটি কিছুই বলতে পারছিল না–না তার বাড়ির ঠিকানা, না বাবা-মায়ের নাম।এই অবস্থায় হাসপাতালের কর্মীরা জানান হাসপাতালের কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের। এরপর পুলিশ আধিকারিকরা নিজ উদ্যোগে খোঁজখবর শুরু করে।

কিছু সময়ের মধ্যেই আরাধ্যার পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্রুত খবর পাঠানো হয় সোনারপুর থানার মাধ্যমে। খবর পেয়ে মেয়ের খোঁজে ছুটে আসেন অশোক ও আয়েশা কেওট। হাসপাতালে এসে মেয়েকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা। হাসপাতালের কর্মী ও পুলিশদের উপস্থিতিতে আরাধ্যাকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা হাসপাতাল ও পুলিশের ভূমিকায় খুশি। তাঁরা বলেন, এইভাবে যদি সকলে সতর্ক থাকেন ও সাহায্যের হাত বাড়ান, তাহলে বহু বিপদ এড়ানো সম্ভব। সাত বছরের আরাধ্যা যে আজ আবার পরিবারের কোলে ফিরেছে, তার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালের মানবিক কর্মী ও পুলিশদের।

পুরপ্রধানের ওয়ার্ডেই বে-আইনি ভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ

অভিজিৎ হাজরা ● উলুবেড়িয়া

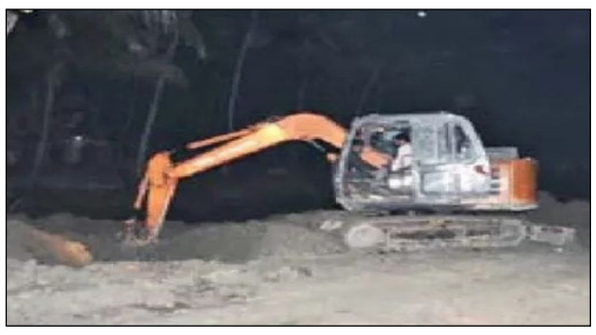

আপনজন: রাত যত গভীর হয় তখনই সারি সারি দিয়ে যাচ্ছে মাটি বোঝাই ড্যাম্পার। এই দৃশ্য এলাকাবাসীর প্রত্যহ রাতে দেখছে।এই মাটি আবার ফেলা হচ্ছে পুকুরে। রাতের আঁধারেই পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হাওড়া গ্রামীণে উলুবেড়িয়া শহরে উলুবেড়িয়া পৌর প্রধানের ওয়ার্ডেই বে - আইনি ভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে ঐ পুকুরের মালিক সমীর সিংহ দাবি করে বলেন, " আমি পুর প্রধান কে জানিয়েই পুকুর ভরাট করছি " । অপর দিকে সেই দাবি নাকচ করে উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস বলেন, " এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা পুকুর ভরাটের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুকুর ভরাট বন্ধ করে দিয়েছি।ওই পুকুরের মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে " । এই বিষয়ে উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের ভূমি দপ্তরের আধিকারিক হিয়া গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বিষয়টি আমার জানা নেই। কোনো অভিযোগ ও আসে নি।তবে অনুসন্ধান করে দেখা হবে"।

উলুবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত ২৭ নং ওয়ার্ডের গঙ্গারামপুর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ রাত এগারোটার পর থেকে পুকুরে মাটি ফেলা হচ্ছে। সারারাত ধরে ওই ' বে - আইনি কাজ চলছে। এলাকার এক বয়স্ক ব্যক্তি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, " এ ভাবে যদি একের পর এক এলাকার পুকুর ভরাট হয়ে যায় , তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য তো নষ্ট হবে। বর্ষায় নিকাশি সমস্যা হবে। দিনের বেলায় পুকুর ভরাট হলে সবাই দেখতে পাবে, কাজে বাধা দেবে তাই মানুষজন রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর ওই অবৈধ কাজ করা হচ্ছে " । এই অবৈধ কাজ প্রসঙ্গে সি পি এম নেতা তথা উলুবেড়িয়া পুরসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা সাবির উদ্দিন মোল্লা বলেন, " আমরা বারে বারে বলছিলাম এই উলুবেড়িয়া পুরসভা এলাকায় বে - আইনি ভাবে পুকুর ভরাট ও অবৈধ নির্মাণ কাজ চলছে।শাসক দলের নেতা - নেত্রীদের মদতেই এই অবৈধ কাজ গুলি চলছে।খোদ চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডেই রাতের অন্ধকারে দিনের পর দিন পুকুর ভরাট হচ্ছে । তাঁর অভিযোগ, পুকুর ভরাটের পিছনে শাসকদলের নেতা - নেত্রীদের অর্থনৈতিক মোটা লেনদেন রয়েছে " । পুকুর ভরাট বা বে - আইনি কোনো কাজে দলের নেতা - নেত্রীদের মদতের অভিযোগ কোনো ভাবেই মানেন নি উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভয় দাস।

'হাতে-কলমে আনন্দের পড়াশোনা' নিয়ে কর্মশালা আজাদ অ্যাকাডেমিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শিক্ষার মান উন্নয়নে জিডি স্টাডি সার্কেল বছরভর নানা ধরনের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলে, তার মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষক প্রশিক্ষণ বা টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। সেরকমই এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল শনিবার হাওড়া জেলার খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাওলানা আজাদ অ্যাকাডেমিতে। দুদিনের এই কর্মশালার প্রারম্ভিক অধিবেশন ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা আধিকারিক দিব্য গোপাল ঘটক দুদিনের এই কর্মশালার শুভ সূচনা করেন। সূচনা বক্তৃতায় তিনি বলেন, ত্যাগের মনোভাব নিয়ে সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আগামী প্রজন্মের জন্য এই ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। জিডি স্টাডি সার্কেলের পরিচালনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রায় একশ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য দুদিনের এই কর্মশালার অনুষ্ঠানসূচি দেখেও তিনি খুশি হন। তিনি জানান, প্রথম দিনে আলোচনার যে বিষয়, পাঠদানে প্রশ্ন করার কলা কৌশল- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন করার মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠে উৎসাহী করে তোলা যায়, জ্ঞানের গভীরতা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। দুদিনের এই কর্মশালায় অনুসন্ধান সোসাইটির আহ্বানে প্রশিক্ষক হিসেবে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ডঃ বি.এন.দাসের নাম উল্লেখ করেন বিশিষ্ট প্রশাসক ও অবসরপ্রাপ্ত ডব্লিউ বিসিএস সৈয়দ নাসিরউদ্দিন। জিডি মনিটরিং কমিটির পক্ষ থেকে ডক্টর দাসকে আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রদান করে তিনি বলেন, বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কাজের কাছে মাথা নোয়াতে চান না বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদ। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং বারে-বারে জি ডি গ্রুপ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানান নাসির উদ্দিন।

দুদিনের এই কর্মশালায় প্রারম্ভিক অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন বিশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক জিডি মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান ও অবসরপ্রাপ্ত আইএএস শেখ নুরুল হক। শিক্ষায় উৎকর্ষতা আনতে অনুসন্ধান সোসাইটির লাগাতার গবেষণা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাঁদের সহযোগিতা প্রদানকে তিনি সাধুবাদ জানান। সুদেষ্ণা মৈত্র, রাহুল সেনগুপ্ত, ডঃ পার্থসারথী দাস, ডঃ স্বাগতা বসাক,নাজিম মল্লিক, জহর লাল নাইয়া, পান্থ মল্লিক, অধ্যাপক ফিরদৌস আহামেদ, গৌরাঙ্গ সরখেল, নায়ীমুল হক সহ যাঁরা এই কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে এসেছেন এবং প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে একে সফল করে তুলেছেন, এর জন্য প্রত্যেককে তিনি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, পড়াশোনায় যাতে একঘেঁয়েমি না এসে যায়, তার জন্য হাতে-কলমে এক্সপেরিমেন্টের সুফল ইতিমধ্যে জিডি পরিচালিত মিশনগুলিতে ফলতে আরম্ভ করেছে। এবারের কর্মশালায় নতুন সংযোজিত হয়েছে, প্রশ্ন করার কলা কৌশল। দুদিনের এই কর্মশালা উপলক্ষে অনুসন্ধান সোসাইটির সহযোগিতায় 'প্রশ্ন -কৌশল শেখা-শিখি' নামে একটি বুলেটিন প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন, এই বুলেটিনের লেখাগুলিও খুবই উন্নতমানের হয়েছে। এগুলি মিশনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হবে। কর্মশালার বিশেষ অধিবেশনে আগত বিভিন্ন মিশনের সম্পাদক ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি মিশন কর্তৃপক্ষদের নিয়েও এরকম কর্মশালা আয়োজন অদূর ভবিষ্যতে করা যেতে পারে। এদিন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নাবাবীয়া মিশনের সম্পাদক শাহিদ আকবর, খাদিজাতুল কুবরা গার্লস মিশনের ওয়াহিদুদ্দিন মাহবুব, আল মুজতবা একাডেমির মীর মোশাররফ হোসেন, সপ্তগ্রাম কিশলয় মিশনের আব্দুর রাজ্জাক সর্দার,ন সুন্দরবন আল মানার মিশনের আবুল কাশেম লস্কর ধী-লার্ন একাডেমীর পান্থ মল্লিক, মাওলানা আজাদ একাডেমীর বাউজুল হোসেন, সম্পাদক মোঃ ফারুক, প্রধান শিক্ষক সেখ সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ।

প্রত্যেকে এই কর্মকান্ডে জিডি চ্যারিটেবল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিল্পপতি মোস্তাক হোসেনের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনাসহ সমগ্র এই কর্মশালার বিভিন্ন গুরু দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা আজাদ অ্যাকাডেমির সহ সম্পাদক ইমদাদুল করিম, সহ-সম্পাদক শহিদুল ইসলাম। এই কর্মশালায় আমন্ত্রিত ছিলেন ত্রিপুরা থেকে আগত বিশিষ্ট শিক্ষা ও প্রশাসক কিচেন গার্ডেনের এডভাইজর মনোজ রায়। শারীরিক কারণে অংশ নিতে না পারার জন্য পরিচালক মন্ডলীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সমবেদনা ও দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়।

পিছিয়ে পড়া শিশুদের নতুন আলো দেখাচ্ছে 'বইবন্ধু' পাঠশালা

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: দূর গাঁয়ের একদল স্বপ্নবাজ তরুণ-তরুণীর উদ্যোগে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে 'বইবন্ধু' পাঠশালা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের এই যুবকেরা কলকাতায় বসে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা করেন। ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে তাঁরা বেছে নেন মেদিনীপুরের নয়াগ্রাম বেনাগুলির মতো একটি প্রত্যন্ত গ্রামকে, যেখানে লোধা শবর সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস।

আর জি বি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের হাত ধরে গত ডিসেম্বর মাস থেকে এই গ্রামে শুরু হয়েছে 'বইবন্ধু' পাঠশালা। এখানে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হয় সেইসব শিশুদের, যারা হয় স্কুলছুট, না হয় সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে অথবা যাদের টিউশন নেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য নেই। সংস্থার সম্পাদক সেখ রাজ জানান, মূলত কারও বাড়ির বারান্দায় বা গাছতলায় হাতে-কলমে শেখানো হয় এই শিশুদের।

শুধু মেদিনীপুর নয়, উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের ইছামতীর পাড়ের গ্রামেও ইতিমধ্যেই 'বইবন্ধু' তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই সুন্দরবন এবং অন্যান্য জেলাতেও এই পাঠশালা

সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'বইবন্ধু' পাঠশালায় স্থানীয় পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের কাজের জন্য সামান্য সাম্মানিকের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। পড়ানোর জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই অভিনব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল পিছিয়ে পড়া শিশুদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা। 'বইবন্ধু' সত্যিই এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে সেইসব শিশুদের জীবনে, যারা সুযোগের অভাবে পিছিয়ে পড়েছিল।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ ঘিরে সন্দেশখালিতে অন্তত ১০ জন আহত

শামিম মোল্লা ● সন্দেশখালি

আপনজন: ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালি। এবার তৃণমূল কর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। চলল গুলিও । তাতে অন্তত পক্ষে আট জন জখম হয়েছেন বলে অভিযোগ। এর মধ্যে চার জনের আঘাত গুরুতর বলেই জানা গিয়েছে । তাঁদের চিকিৎসা চলছে খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালে। পাল্টা বিজেপির দাবি, তৃণমূলই তাঁদের কর্মীদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে । তাতে জখম হয়েছেন কয়েকজন । আর দাবি পাল্টা দাবি ঘিরে রীতিমতো সরগরম হয়ে উঠেছে জেলিয়াখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাখিরালয় এলাকায়। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের পাখিরালয় এলাকায় শাসকদলের কয়েক জন কর্মী বসে গল্প করছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় অতর্কিতে হামলা চালায় বিজেপি আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী। অন্যদিকে এই বিষয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হাসান মেহেদী রহমান বলেন, দুই পক্ষই সন্দেশখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গুলি চালানোর খবর পাইনি। এলাকায় পুলিশ রয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

রায়গঞ্জে 'পিস'-এর জেলা সম্মেলন জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: প্রগ্রেসিভ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট (পিস) এর ১৩তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল উত্তর দিনাজপুর জেলার তেতুলতলা রায়গঞ্জে। বেলা ১০:৩০টা থেকে বিকাল ২ টা পর্যন্ত রাজ্যের জ্বলন্ত ইসুগুলিকে সামনে রেখে দীর্ঘ আলোচনা হল। উপস্থিত ছিলেন পিস সংগঠনের সভাপতি তথা বঙ্গবাসী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাননীয় ড: আব্দুল হাদি মহাশয়, সংগঠনের সম্পাদক ওমর ফারুক, কোষাধ্যক্ষ তৌহিদ আহমেদ খান, এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার হাসিবুর রহমান সরদার, ইসি মেম্বার রেহেনা খাতুন এবং হাওড়া জেলা কমিটির মিজানুর রহমান ও রোজিনা আহমেদ।

তাছাড়া ও উত্তর দিনাজপুরের গোলাম নবী আজাদ, ইকবাল ইসলাম, আসিফ ইজাজ, এমডি আরজাউল হক, আব্দুল ইয়াসিন সাহেব এবং দূর-দূরান্ত থেকে আগত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত সরকারি আধিকারিকগণ।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ আরম্ভ করেন শিক্ষক মাওলানা সাদ্দাম হোসেন। স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সভাপতি আব্দুল হাদি আগত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান করেন। সংগঠনের সম্পাদক য় ওমর ফারুক পিস সংগঠন ও জেলা মিটিংয়ের গুরুত্ব এবং বর্তমান জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। পিস বার্তা পড়ে শোনান তৌহিদ আহমেদ খাঁন। হাসিবুর রহমান সরদার অধিকার আদায়ের জন্য আওয়াজ তোলার কথা বললেন। গোলাম নবী আজাদ তথ্য সহকারে বিভিন্ন সমস্যা ও তাঁর সমাধানের উপায়ে সমন্ধে বলেন। রেহেনা খাতুন বর্ননা করেন কেন আমাদের জোটবদ্ধ হতে হবে।

এছাড়াও ইকবাল ইসলাম মহাশয় ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে বলেন। এছাড়া আরও অনেকে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

এই মহতি সভার সঞ্চালক হিসাবে ছিলেন কোষাধক্ষ্য তৈহিদ আহমেদ খাঁন। সাংগঠনিক আলোচনা সমাপ্ত করে ১৬ জন সদস্য কে নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটিতে গঠন করা হয়। জেলা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গোলাম নবী আজাদ, সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ইকবাল ইসলাম এবং কোষাধক্ষ্য হয়ছেন আসিফ ইজাজ সাহেব। উক্ত মিটিংয়ে ওয়াকফ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । আগামীতে রাস্তার লড়াইয়ের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ের কথা ভাবা হয়।

অটিজম সচেতনতা পুরুলিয়ায়

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: ওয়ার্ল্ড অটিজম অ্যাওয়ারনেস মাস উপলক্ষে পুরুলিয়ায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে মেনড অ্যান্ড মাইন্ড কাউন্সেলিং, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিটি থেরাপি সেন্টার। পুরুলিয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিশুদের মানসিক ও বিকাশজনিত সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও অভিভাবকরা।

সেন্টারের থেরাপিস্টরা জানান, অটিজম কোনো রোগ নয়, এটি একটি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল অবস্থা। যথাযথ থেরাপি ও যত্নে অটিজমে আক্রান্ত শিশুরাও সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে পারে। এই সেন্টারে ৮০-১০০ জন শিশু নিয়মিত পরিষেবা নিচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার বৃদ্ধ

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: এগারো বছরের এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করার অভিযোগে গ্রেফতার আশি বছরের এক বৃদ্ধ। ঘটনা তেহট্ট থানা এলাকার। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন আগে তেহট্ট থানা এলাকার একটি গ্রামে একটি অনুষ্ঠানে যায় করিমপুর থানা এলাকার এক নাবালিকা। নিজেদের আত্মীয়ের অনুষ্ঠানের সুবাদে সেই বাড়িতেই কিছুদিন ছিল সে। অভিযোগ, সম্প্রতি এক বিকেলে বাড়ি ফাঁকা থাকায় সেই বাড়িতে যায় প্রতিবেশী এক দাদু। এরপর ঘরে ঢুকে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। ওই বৃদ্ধকে আটকে রাখে এলাকার মানুষ। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে। পরে নাবালিকার পরিবার থানায় অভিযোগ করে। পুলিশ নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায় এবং পকসো মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই বৃদ্ধকে গ্রেফতার করে।

শাসনে নবম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ, এলাকায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শাসন থানার দাদপুর এলাকায় এক নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ। শাসন থানায় অভিযোগ দায়ের ।গ্রেফতার অভিযুক্ত। অভিযুক্তের বাড়ির সামনে উত্তেজনা ।পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে ছত্রভঙ্গ করে। অভিযুক্ত দুই ভাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শাসন থানার দাদপুর এলাকায় বাড়িতে একা থাকার সময় নাবালিকা ছাত্রী ও তার নাবালক ভাই বাড়িতে সবজি কাটার কাজ করছিল। সেই সময় নাবালিকার প্রতিবেশী তাকে জোর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নাবালিকার মা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান ।বাবা কৃষি খেতে কাজ করছিলেন। সেই সুযোগেই নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন করে । নাবালিকার পরিবারকে ৮ লাখ টাকা নিয়ে বিষয়টি আপসে মিটিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। রাজি না হলে খুন করার কথা বলেন অভিযুক্তের পরিবারের লোকজন। অবশেষে নাবালিকার পরিবার থানার দ্বারস্থ হয় । কেন তারা পুলিশের দ্বারস্থ হলেন নাবালিকার পরিবারকে তা নিয়েও চলে হুমকি এবং শাসানি। নাবালিকার পরিবার অভিযোগ করার পর পরিবারের সদস্যদেরকে দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ি থেকে নাবালিকার পরিবারকে ইট - পাটকেল ছোড়ে বলে অভিযোগ। তখনই গ্রামবাসীরা পাল্টা অভিযুক্তর বাড়িতে ইট পাটকেল ছোড়ে । এলাকার মানুষের দাবি অভিযুক্তের দুই ভাইকেও গ্রেফতার করতে হবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ।পুলিশের গাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীরা । পরবর্তীতে শাসন থানাও দেগঙ্গা এসডিপিও'র নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী গিয়ে লাঠি উঁচিয়ে ছত্রভঙ্গ করে গ্রামবাসীদের। নাবালিকার অবস্থা আশঙ্কাজনক হাওয়ায় বারাসত জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । এলাকায় অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষজন ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: আলোকবিজ্ঞানের অন্যতম কান্ডারি ইবনে আল-হাইথাম
- নিবন্ধ: নববর্ষে মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
- বড় গল্প: সে আর কে বোঝে?
- বিশেষ প্রতিবেদন: বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পুস্তক দিবস উদযাপন
- ছড়া-ছড়ি: মিথ্যে সহানুভূতি

আলোকবিজ্ঞানের অন্যতম কাণ্ডারি

ইবনে আল-হাইথাম

সনাতন পাল

ইবনে আল হাইথামের মোট কাজের সংখ্যা দুশ'র অধিক, যার মধ্যে ৯৬টি বৈজ্ঞানিক। তবে সেগুলোর মধ্যে বর্তমানে সামান্য বা সম্পূর্ণরূপে টিকে আছে মাত্র ৪৬টি। তথাপি সেই ৪৬টিই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন গবেষক, পর্যবেক্ষক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে। বর্তমানে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের নিকট যে মুসলিম বিজ্ঞানীর নামটি সবচেয়ে জনপ্রিয় তা হচ্ছে 'আল হ্যাজেন' বা আল হাইথাম। লিখেছেন **মোহম্মদ সাইফুল ইসলাম।**

তাকে পশ্চিমারা 'আল হাজেন' বলে ডাকে। আবার তার জন্মভূমির নাম বসরা অনুসারে তাকে কখনো 'আল বসরি' নামেও ডাকা হয়। তাকে বলা হয় আলোকবিজ্ঞানের জনক। এর বাইরেও তার ছোট-বড় অবদান রয়েছে অ্যানাটমি বা অঙ্গব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান, জোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিদ্যা, চক্ষুবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতিগত উন্নয়নে! প্রশ্ন হতেই পারে, তিনি মানব ছিলেন, নাকি মহামানব? অ্যারিস্টটল পরবর্তী সময়ে এত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অল্প কজন বিজ্ঞানীর মধ্যে তিনি একজন।

আবু আলি আল হাসান ইবনে আল হাসান ইবনে আল হাইথাম বা সংক্ষেপে ইবনে আল হাইথাম, ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা, সবই তিনি বাগদাদে লাভ করেন। তিনি ছিলেন ধনী পরিবারের সন্তান। সে সময়ে অধিক ব্যয়বহুল হওয়ায় কেবল সমাজের ধনীক শ্রেণীই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো। অন্যান্য মুসলিম পরিবারগুলোর মতো ইবনে আল হাইথামেরও শিক্ষা জীবন শুরু হয় বসরার একটি মক্তব থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে।

তার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে কায়রোতে তৎকালীন খলিফা হাকিমের রাজ্যে ভ্রমণ। খলিফা হাকিম তাকে নীলনদের বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় বের করার দায়িত্ব দেন। উচ্চাভিলাষী এক পরিকল্পনা তৈরি করে কাজ শুরু করার পর ইবনে আল হাইথাম বুঝতে পারেন যে, তখনকার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা দিয়ে সেই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অগত্যা সে পরিকল্পনা থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। তবে এখানে একটি প্রচলিত গল্প রয়েছে। কাজে ব্যর্থ হয়ে হাইথাম খলিফার ক্রোধ থেকে বাঁচতে নাকি পাগলের ভান করেছিলেন এবং গৃহবন্দী হয়ে থেকেছিলেন একেবারে খলিফা হাকিমের মৃত্যু পর্যন্ত! আর এই গৃহবন্দী অবস্থায়ই তিনি লিখেছিলেন তার সেরা বই, 'বুক অব অপটিকস', যাকে কিনা নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকার সাথে পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী বই গণ্য করা হয়। ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতেই মৃত্যুবরণ করেন ইবনে আল হাইথাম। তার ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, বিয়ে, সন্তান সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি ইতিহাসে জীবন্ত হয়ে আছেন তার কাজের দ্বারা। চলুন সেগুলোই আলোচনা করা যাক।

ইবনে আল হাইথাম ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। তবে মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান জাতিগত দ্বন্দ্ব তাকে পীড়া দিত। তিনি দীর্ঘকাল শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণার ফলাফল হিসেবে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, এই দ্বন্দ্ব আল্লাহর দেয়া ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ভুত হয়নি, বরং মানুষই সৃষ্টি করেছে। তবে তিনি যথার্থভাবে এই বিষয়গুলোর সমাধান করতে না পারায় মনঃপীড়ায় ভুগেছিলেন। সবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ডুব দিয়েছিলেন অ্যারিস্টটলের দর্শনে।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে ইবনে আল হাইথাম ছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবক্তা। তার আগে বিজ্ঞানীগণ যে পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালাতেন তা যথাযথ ছিল না। ফলে অনেক সময় হাইথামকে বলা হয় প্রথম 'আধুনিক বিজ্ঞানী'। তিনি যেকোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কঠোর পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রচলন করেন। তার পরীক্ষার পন্থা

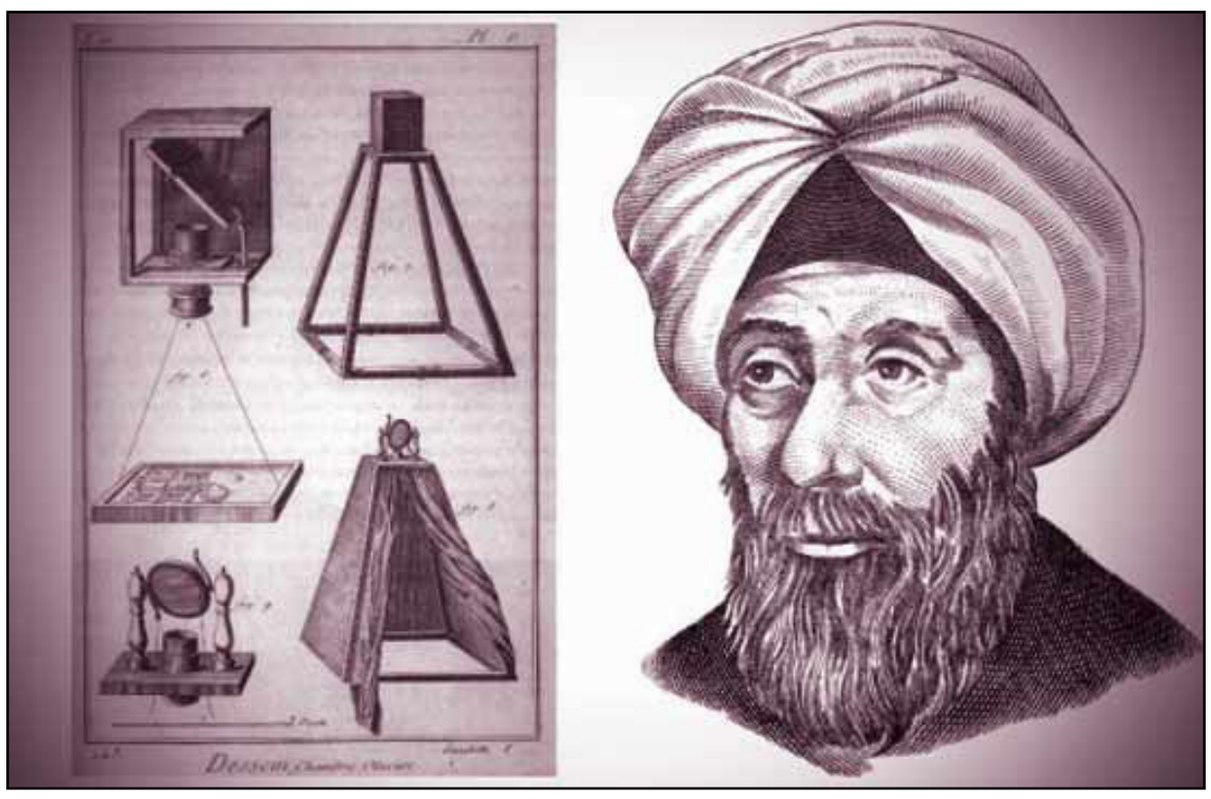

অনেকাংশে আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মতো। তার পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার ধাপ সাতটি-

পর্যবেক্ষণ
সমস্যা নির্দিষ্টকরণ
সমাধান অনুমান করা
পরীক্ষার মাধ্যমে অনুমান যাচাই করা
পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করা
তথ্যের বিশ্লেষণ, তুলনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ফলাফল প্রকাশ করা

ইবনে আল হাইথাম কেবল অ্যারিস্টটলে ডুবে ছিলেন না। তিনি ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, টলেমির গবেষণা ও দর্শন বিষয়ে বিস্তর পড়ালেখা করেন।

কর্মজীবনে তিনি বসরার বড় সরকারি পদে কাজ করেছেন। কেউ বলেন তিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন, আবার কেউ বলেন তিনি ছিলেন নির্মাণ প্রকৌশলী বা সিভিল ইঞ্জিয়ার। তবে তিনি যে পদেই থাকুন না কেন, বসরায় সরকারি কাজ করে সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। তিনি আরো বৃহৎ পরিসরে কাজ করতে চাইতেন যেখানে নিজের মেধার স্বাক্ষর রাখতে পারবেন। তার ইচ্ছা পূরণ হয় যখন ১০১০ খ্রিস্টাব্দে কায়রোর খলিফা আল হাকিমের প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করার সুযোগ আসে। আর কায়রো এসেই শুরু হয় তার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জীবনের, যা তাকে অমর করেছে। এ সময় তিনি পাগল হয়েছিলেন বা পাগল হবার অভিনয় করেছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে, তবে কায়রোতে অবস্থানকালীনই হাইথাম তার শ্রেষ্ঠ গবেষণাপত্র 'বুক অব অপটিকস' রচনা করেন। এছাড়াও তার অমর কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যানালাইসিস অ্যান্ড সিনথেসিস, ব্যালেন্স অব উইজডম, কনফিগারেশন অব দ্য ওয়ার্ল্ড, অপসকুলা, মোশন অব ইচ সেভেন প্লানেটস, ট্রিটিজ অন লাইট, ট্রিটিজ অন প্ল্যাস, দ্য রেজুলেশন ইত্যাদি।

পদার্থবিজ্ঞানের উপর প্রভাব এর ক্ষেত্রে ইবনে আল হাইথামের 'কিতাব আল মানাজির' তথা বুক অব অপটিকসকে নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকার সমকক্ষ ধরা হয়। তার এই সাত খণ্ডে প্রকাশিত বইটি আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে সমসাময়িক তো বটেই, অনাগত কয়েক প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের ধারণায় আমূল পরিবর্তন আনে। তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল চোখ থেকে আলো কোনো বস্তুর উপর পড়লে আমরা সে বস্তুটি দেখতে পাই। এই ধারণাটি ছিল অ্যারিস্টটলের। কিন্তু হাইথাম বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এটি ভুল প্রমাণিত করেন। যেমন- বহুদূরের তারকারাজি আমরা চোখ মেললেই দেখতে পাই। আমাদের চোখের আলো কতটা শক্তিশালী যে এতো পথ মূহুর্তেই পাড়ি দিয়ে সে তারকার কাছে পৌঁছে যায়? প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তিনি ঘোষণা করলেন কোনো বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে এলেই তবে আমরা সে বস্তুটি দেখতে পাই। তিনি আলোকরশ্মির সরল পথে গমনের বিষয়েও পরীক্ষা করেন এবং প্রমাণ করেন। স্নেলের সাইন সূত্রটি বস্তুত তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তবে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কিংবা গাণিতিক ব্যাখ্যা করতে পারেননি হাইথাম। তাকে পিনহোল ক্যামেরা এবং ক্যামেরা অবস্কিউরার জনকও বলা হয়। রজার বেকন এবং জোহান কেপলারের মতো বিজ্ঞানীরা হাইথামের বুক অব অপটিকস দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

বুক অব অপটিকস ছাড়াও তিনি আলোকবিজ্ঞানের উপর 'রিসালা ফিল-দাও' বা 'ট্রিটিজ অব লাইট রচনা করেন। এখানে তিনি আলোর প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ, গ্রহণ, রংধনু, অধিবৃত্তিক কাঁচ, বিবর্ধন কাঁচ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। চোখের জৈবিক গঠন ও ব্যবচ্ছেদ বিষয়েও বিস্তর আলোচনা করেন। তিনি আলো বিষয়ক এতো গবেষণা করেন যে সেগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করতে গেলে ভিন্ন একাধিক প্রবন্ধের প্রয়োজন হবে!

ইবনে আল হাইথাম নভোজোতির্বিজ্ঞান নিয়েও বিস্তর গবেষণা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ভরের মধ্যকার অদৃশ্য আকর্ষণের কারণে ত্বরণের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন (মহাকর্ষ কী জানতেন তিনি!)। তার 'মাকালা ফি'ল কারাস্তন' নামক গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন বস্তুর আকর্ষণ কেন্দ্র নিয়ে আলোচনা করেছেন যা আমরা 'সেন্টার অব গ্রাভিটি' নামে জানি। অন্যদিকে তিনি 'রিসালা ফি'ল মাকেন' বা ট্রিটিজ অব প্ল্যাসে বস্তুর গতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই দুটি বিষয়েই তার প্রায় সিংহভাগ কাজই হারিয়ে গেছে। অন্যথায় নিউটনের পূর্বেই হয়তো পৃথিবী মহাকর্ষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারতো।

'আল শুকুক আল আ বাতলামিয়াস' তার জোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কাজগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে তিনি মূলত টলেমির বিভিন্ন কাজের সমালোচনার মধ্য দিয়ে নিজের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে তার 'কনফিগারেশন অব দ্য ওয়ার্ল্ড' এ তিনি টলেমির ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বকে সমর্থন করেছিলেন। ১০৩৮ সালে ইবনে আল হাইথাম প্রকাশ করেন 'মোশনস অব ইচ অব দ্য সেভেন প্লানেটস'। এই বইতে তিনি মূলত মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্র ও তারকাদের গতি আলোচনা করেন। তবে এই বইয়ের খুব সামান্যই পাওয়া গেছে। অনেক ইতিহাসবিদের মতে হাইথামের 'মোশনস অব ইচ অব দ্য সেভেন প্লানেটস' মধ্যযুগে ইউরোপে রেনেসাঁর সময় জোতির্বিজ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। তবে তা কীভাবে হারিয়ে গেছে সে বিষয়ে ঠিক জানা যায় না।

নির্মাণ প্রকৌশলে ইবনে আল হাইথামের কোনো লিখিত গ্রন্থ না থাকলেও তিনি একজন দক্ষ এবং মেধাবী প্রকৌশলী ছিলেন। নীলনদের সৃষ্ট বন্যা ঠেকাতে তিনি উচ্চাভিলাষী বাঁধ প্রকল্পের নকশা করেছিলেন, কিন্তু প্রাযুক্তিক অনগ্রসরতার কারণে তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তিনি একটি জলঘড়ি তৈরি করেছিলেন বলেও উল্লেখ করেছেন অনেক ইতিহাসবিদ, যদিও সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। চিকিৎসাবিদ্যায় তার অবদান চোখকে ঘিরেই। তিনি মানুষের দর্শনক্ষমতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি গ্রীক বিজ্ঞানী গ্যালেনের রক্ত সঞ্চালন বিষয়ক কাজের উপর একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন।

গণিতে ইবনে আল হাইথাম কাজ করেছেন কণিক, সংখ্যাতত্ত্ব আর বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতি নিয়ে। তিনি ইউক্লিডীয় জ্যামিতির কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন করেছেন। তিনি বুক অব অপটিকসের পঞ্চম খণ্ডে একটি সম্পাদ্য তৈরি করেন যা ইউরোপে রেনেসাঁর সময় 'আল হ্যাজেনস প্রবলেম' নামে বেশ জনপ্রিয় ছিল। ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন, আইজ্যাক ব্যারো, জেমস গ্রেগরির মতো গণিতবিদরা তার সেই সম্পাদ্যের বীজগাণিতিক সমাধানের চেষ্টা করেন। হাইথাম বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি প্রথম ১০০টি প্রকৃত সংখ্যা যোগ করার একটি সূত্র তৈরি করনে। তবে সূত্রটি তিনি প্রমাণ করেছিলেন জ্যামিতিক উপায়ে। তাছাড়া তিনি 'অ্যানালাইসিস অ্যান্ড সিনথেসিস'এ পূর্ণ সংখ্যার উপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছেন। তিনি জোড় পূর্ণ সংখ্যার সূত্র $(2n-1(2n-1))$ আবিষ্কার করেন। অবশ্য সূত্রটি তিনি প্রমাণ করে যেতে পারেননি। গণিতবিদ ইউলার ১৯ শতকে এই সূত্রটি প্রমাণ করেন।

ইবনে আল হাইথামের মোট কাজের সংখ্যা দুশ'র অধিক, যার মধ্যে ৯৬টি বৈজ্ঞানিক। তবে সেগুলোর মধ্যে বর্তমানে সামান্য বা সম্পূর্ণরূপে টিকে আছে মাত্র ৪৬টি। তথাপি সেই ৪৬টিই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন গবেষক, পর্যবেক্ষক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে। বর্তমানে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের নিকট যে মুসলিম বিজ্ঞানীর নামটি সবচেয়ে জনপ্রিয় তা হচ্ছে 'আল হ্যাজেন' বা আল হাইথাম। তার বুক অব অপটিকস এখনো বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়। তার সম্মানে চাঁদের একটি জ্বালামুখের নামকরণ করা হয় 'আল হ্যাজেন'। 'অ্যাস্টেরয়েড ৫৯২৩৯ আল হ্যাজেন' নামক একটি গ্রহাণুর নামকরণও করা হয় তার সম্মানে। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক আলোকবর্ষ উপলক্ষে জাতিসংঘ ইবনে আল হাইথামের আলোকবিদ্যা বিষয়ক কাজের ১,০০০ তম বার্ষিকী উদযাপন করে।

নববর্ষে মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা

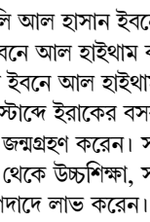

সনাতন পাল

বৈশাখের নাম শুনলেই এদিকে যেমন আমাদের অনেকেরই মনে হয় -" কালবৈশাখীর বিকেল বেলা, আম কুড়ানো ছেলেবেলা স্বপ্ন আজও করে তাড়া।" অপর দিকে পয়লা বৈশাখ আসছে শুনলেই দিকে দিকে বাঙালির মনে জেগে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গানের সেই ছন্দ -" .....মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা, অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা।..... "। আজও পয়লা বৈশাখ এলে এই কবিতার কথাগুলো দোলা দেয় লাখো লাখো বাঙালির মনকে। আপন হরষে যেন মাদলের ছন্দে বেজে ওঠে পয়লা বৈশাখের আগমনী। পুরোনো বছর বিদায়ের মাঝেই যেন বেজে ওঠে নববর্ষের আগমনীর সুর।

পয়লা বৈশাখ এলেই আমাদের মনে যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়,তা পুরোটা গুছিয়ে প্রকাশ করা কঠিন । তারই প্রকাশ যেন কবি গুরুর এই কবিতা । বাংলা নববর্ষকে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে এই গানের মাধ্যমে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আপন হরষে বরণ করে নেওয়ার ভাবনা প্রকাশ করেছেন। সেই পথ বেয়েই বাঙালি হয়তো যুগযুগ ধরে হেঁটে চলেছেন । তাঁর এই ভাবনা যেন প্রতিটা বাঙালির মনের গভীরে মিশে আছে। আপন তালে হৃদয়ে বয়ে চলা দখিনা মলয়, যার দোলায় গাছে গাছে দোল খায় লাল টুকটুকে কৃষ্ণচূড়া। কখনও ঝরে পড়া কৃষ্ণচূড়ার ছন্দে দেখা দেয় মনের প্রফুল্লতা আবার কখনও প্রখর রোদে নেতিয়ে পড়া ফুলের মতো বিষণ্ণতা । যেখানে কান পাতলেই যেমন শোনা যায় স্বপ্নভাঙার শব্দ, তেমনি পরক্ষণেই শোনা যায় মনকে শান্ত করার প্রভাতি কেত্তন । স্বপ্ন ভাঙার সে শব্দ নদীর পাড় ভাঙার শব্দের চেয়েও তীব্র। গাছে গাছে থাকে না লাল টুকটুকে পলাশের রূপের ছটা,থাকে শুধু ফাঁকা ডাল আর রোদের ঝিকিমিকি। যার ফাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় শৈশবের খাঁ খাঁ করা বৈশাখের দুপুরে জানালা দিয়ে ধূ ধূ মাঠের প্রাণে চেয়ে থাকা উদাসী নয়নে ভেসে ওটা স্মৃতির মাধবীলতা আর বাঁশবনের মরমর শব্দ। ঝরা পাতার ছন্দে শোনা যায় নব পল্লবিত হবার পদধ্বনি। প্রকৃতির মাঝেও এ যেন বিদায়ে শোনা যায় আগমনের নিক্কন।

বাংলা বর্ষ বরণে বাঙালী আজও আবেগে উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় চিদানন্দ সিন্ধু নীরে। ইংরেজি নববর্ষ আজকাল বরণ করা হয় অনেকটাই সাহেবি কায়দায় কিন্তু পয়লা বৈশাখকে বরণ করা হয় পুরো বাঙালী আনায়। বর্তমানে মনে হয় পুরোনো সেই ঐতিহ্য ভেসে যেতে বসেছে আধুনিকতার

ছোঁয়ায়। আধুনিকতার জোয়ারেও স্থির ভাবে থাকতে পারে ঐতিত্যের নৌকা, যদি আমাদের মত মাঝির দল নৌকা ভাসিয়ে না দিই স্রোতের অনুকূলে।

পয়লা বৈশাখ মানেই শুধু দোকানে দোকানে হালখাতা নয়, বৈশাখ মানেই কৃষ্ণচূড়ার অপরূপ সৌন্দর্যের প্রকাশ, বৈশাখ মানেই কামিনীর সুবাসে মুখরিত বাংলার বাতাস। বৈশাখ মানেই কাঁঠালের গন্ধ আর মনকে ভরিয়ে দেওয়া আমের ঘ্রাণ। বৈশাখ মানেই কাল বৈশাখীর বিকেল বেলায় আম কুড়ানো ছেলে বেলার স্বপ্ন তাড়া করা। বৈশাখ মানেই ভোরে পুবের হাওয়ায় শরীরটাকে মেলে দেওয়া আর গরমে আকাশ ভর্তি নক্ষত্রের নিচে অনেক রাত ধরে জেগে থেকে নিজেকে একটু জিরিয়ে নেওয়া আর মাঠ ভরা বোরো ধানের মেলা। বৈশাখ মানেই জমিতে ঢেলের মত তরমুজের লুটোপুটি খাওয়া, বাঁশের খুঁটি বেয়ে পটলের গাছ লতিয়ে উঠে মাচার উপর লুটিয়ে পড়া। আর গাঙ শালিকের তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে যাওয়ার মাঝে তেষ্টা মেটানোর স্বপ্ন দেখা । বৈশাখ মানেই তালের গাছের আগায় রসের জন্য মাটির হাঁড়ি বাঁধা । বৈশাখ মানেই রুক্ষ দিনেও আগামীর জন্য মধুময় সরস স্বপ্ন দেখা। যে স্বপ্নে থাকবে খুব সুন্দর এবং মধুর ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয়। মনের খিড়কি দিয়ে আসবে সেই নিক্কন-" আগামী সময় যেন সকলের কাছে মধুর প্রতিভাত হয়"। বৈশাখ মানেই বিদায়ের মাঝে আগমনীর বাদ্য বেজে ওঠা আর জীবনানন্দের বাংলায় নতুন করে আগামী এক বছরের জন্য সেজে ওঠার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাওয়া। আর রবীন্দ্রনাথের রাঙা মাটির দেশে গরুর গাড়ির চাকার ঘর্ষণে মেঠো পথে ধুলো জমে যাওয়া।আবার পরে ক্ষণেই কালবৈশাখীর দাপটে গাছপালা মুচড়ে যাওয়া আর রুক্ষ পথের ধুলো ভিজিয়ে দেওয়া।

পয়লা বৈশাখে ভোজন রসিক বাঙালির একটু কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া আর বাড়ীর বৌ-দের নতুন ছাপা শাড়ি পড়ে নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার কাছে জগৎ সংসারে সকলের এবং নিজ নিজ পরিবারের মঙ্গল কামনা করা আর বিগত-দিনের গ্লানি মুছে ফেলে ভবিষ্যতের জন্য মনে মনে নতুন স্বপ্নের ছবি আঁকা এবং আশায় বুক বাঁধা।

বৈশাখকে বাঙালি আজও নববধূ রূপে বরণ করেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে পয়লা বৈশাখ বরণে বাঙালি আনায় কিছুটা হলেও খামতি পড়েছে। পুরোনো ছন্দে ফেরাটা বড্ড জরুরি । জীবনের দুঃসময়ে নির্বাসিত আল্লাদ-কে বাঙালি যেন একটু একটু করে পুষিয়ে নিতে চান, কেউ পারেন আবার হয়তো কেউ পারেন না। সবাই চান পৃথিবী যেন অগ্নি স্নান করে শুদ্ধ হয়ে যায় পয়লা বৈশাখের এই পুণ্য লগ্নে। তারুণ্যের জোয়ারে যৌবনের স্নিগ্ধতা আর বার্ধক্যের আড়ষ্টতা সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় এই বর্ষ বরণে। যেখানে জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে, মনের ব্যাকুলতা- ফুলের গন্ধের মত জড়িয়ে ধরে চঞ্চল হৃদয়কে শান্ত করে দেয়। আগামী দিনের মঙ্গলময় স্বপ্ন, পুরোনো বছরের দুঃস্বপ্নকে যেন হার মানিয়ে দেয়। জীবনের ভার বোধ থেকে যেন জন্ম নেয় নতুন দিগন্তে ছোটার আশা। শুষ্ক প্রকৃতিও যেন অপেক্ষা শুরু করে দেয়, আবার কবে আসবে সেই শ্রাবণের বারি ধারা।

হাঁটু জল থাকা নদী গুলিও যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে- আগামী দিনে ভরা যৌবনে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে দু-কূল ছাপিয়ে যাওয়ার। মহানন্দা থেকে আত্রেয়ী, পুনর্ভবা থেকে টাঙন, তোর্সা থেকে জলঢাকা দামোদর থেকে অজয় সবখানেই খেয়া পারাপারের ঘাট কিছুটা যেন এগিয়ে আসে। নদীর জল রাশির প্রস্থ কমে যাওয়াতে ঘাটের মাঝি ভাইদেরও যাত্রী পারাপারে অনেকটা কম বৈঠা চালাতে হয়। জেলেরা ছোটো ছোটো ডিঙি নৌকা নিয়ে নদীর কাঠাতে মাছ ধরে আর ভরা গাঙে মাছ ধরার স্বপ্ন দেখা শুরু করে। বিল শুকিয়ে যায়, হাঁটু জলে নেমে চলে মাছ ধরা। সাপেরা শীতের পরে গরমে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। আমরা সকলেই চাই যে শুভ নববর্ষের ঝরে যাওয়া বসন্তের পাতার সাথে সাথে যেন সব মলিনতা দূর হয়ে যায়। সকলের মনে যেন আনন্দের স্পর্শ লাগে। মোরা সকলেই যেন ভাবি-"

বৈশাখি মেঘ ঢেকেছে আকাশ, পালকের পাখি নীড়ে ফিরে যায় ভাষাহীন এই নির্বাক চোখ আর কতদিন ? নীল অভিমানে পুড়ে আর কতটা জীবন? কতটা জীবন!! " দিন চলে যায় ঋতুর খেয়ায়, আসে ও যায় বছর ও মাস। কারো কাটে কষ্টে আবার কেউ বা করে সুখেই বাস বদল করে খেলায় রঙিন আলোয় সবুজ পাতায় লাগে দোল বছর ঘুরে বোশেখ আসে একতারা ও বাজে ঢোল।" যত যাইহোক না কেন! দেশি পোষাকে বর্ষ বরণ মাতৃভাষায় নববর্ষের সম্ভাষণ, বড়দের প্রণাম আর চিঁড়ে-মুড়ি দিয়ে দিন শুরু বাংলা নববর্ষ যেন বাঙালির আবহমানকালের সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসব ।

বাংলা নববর্ষের বাঙালির পরম্পরা বাঙালির গর্ব-এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার ঐতিহ্য।

নাম না জানা যে পাখিটি বৈশাখে তীব্র তাপদাহে আপন তেষ্টা মেটাতে পাগলের মত গাছের সাথে বুক আঁচড়ে আঁচড়ে রক্ত বের করে নেতিয়ে পড়ে, সেও বৈশাখে স্বপ্ন দেখে আগামীর সরস দিনের। যে দিনে সবুজ শাখা আর পল্লবে পাতা ঝরা ডালগুলি পল্লবিত হয়ে নবরূপে সজ্জিত হবে এবং প্রকৃতি নবরূপে সজ্জিত হবে । ধূ ধূ মাঠে গজিয়ে উঠবে আউশ ধানের নবীন গাছের সবুজ পাতা । যে গাছের পাতা হাওয়াতে দুলে দুলে নাড়বে মাথা। আর হাল্কা হবে আমাদের বেদনার বুক ব্যাথা। মন কেমনের দিনগুলির অবসান ঘটে সুসজ্জিত পালঙ্কে সুখের নিদ্রা যাবার অনুভূতি গুলি এক এক করে হামাগুড়ি দিয়ে আসবে স্বপ্নময় হৃদয়ের নীল আকাশে। আমরা সকলেই পথ চেয়ে বসে থাকি,সেই বৈশাখের অপেক্ষায়। সেই পয়লা বৈশাখ মানেই বিদায়ের শেষে আগমনের সুর বেজে ওঠা-নতুন স্বপ্নের দিশা দেখা।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পুস্তক দিবস উদযাপন

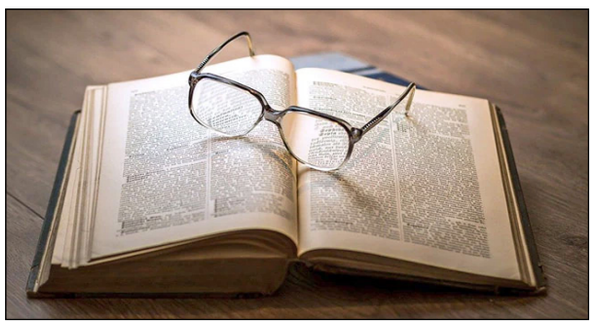

সজল মজুমদার

"বই" আমাদের বিশ্বস্ত এবং পরম বন্ধু। সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রিয় জ্ঞানপিপাসু সৃজনশীল মানুষের কাছে যে কোন ধরনের বই এক অমূল্য সম্পদ। বই যেমন মানুষের জ্ঞানের জগত বাড়ায়, তেমনি অনেক অজানা তথ্য ও তত্ত্বের সুলুকসন্ধান দেয়। সুস্থ চিন্তার জগৎ গড়তে বইয়ের বিকল্প নেই। প্রবাদ আছে, " একটি বই পড়া মানে হলো , একটি সবুজ বাগানকে পকেটে নিয়ে ঘোরা" । বইয়ের পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে কখন যে বেলা গড়িয়ে যায় বোঝায় যায় না। কারো কাছে বই পড়া একটা নেশা। কারো কাছে "বই" মানে নিভৃত শান্তির অবসর যাপন। নতুন বইয়ের সুবাস, পুরনো বইয়ের গন্ধের মাদকতা আট থেকে আশি বছরের সকলকে সমান আকর্ষিত করে। প্রসঙ্গত, বই পড়া, বই প্রকাশ করা, এবং কপিরাইট সম্পর্কিত সকল বিষয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে UNESCO এর উদ্যোগে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর ২৩ শে এপ্রিল বিশ্ব বই বা পুস্তক দিবস পালন করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্ব বই দিবস উদযাপন আজকের সোশ্যাল মিডিয়া, হাই স্পিড নেট দুনিয়ায় অতি প্রাসঙ্গিক নাকি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, এটা একটা বড় প্রশ্ন? এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বই পড়বার প্রতি আগ্রহ, উৎসাহ ইত্যাদি কতটা রয়েছে!!! গ্রামীন গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগার গুলিতে এখন বই পড়বার পাঠক কেমন! শহরতলীর বইয়ের দোকানগুলিতে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত অন্য ধরনের বইয়ের চাহিদা কেমন! বই বাজার কি অবস্থায় রয়েছে! বই দিবসে এই বিষয়গুলোর চিন্তা ভাবনা থেকেই কথা হচ্ছিলো উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের দুই প্রথিতযশা অধ্যাপকের সাথে। বিশিষ্ট বন্যপ্রাণবিদ,লেখক এবং বর্তমানে কালিম্পং কলেজের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ড: রাজা রাউত জানালেন, " বই পড়ার বিকল্প হয় না ঠিকই। তবে বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি যেভাবে উন্নত হয়েছে তারই সুবাদে অনলাইনে কিন্ডেল বুক,মোবাইল,পি ডি এফ ইত্যাদির মাধ্যমে বই অনেকেই পড়ছে। তবে একটা বিষয়, এখানে তথ্য যে সব সময় সঠিক থাকে তাও নয়, অনেক বিকৃত তথ্যও থাকে। কিন্তু সেটাকে সিলেক্টিভ আকারে নিতে হবে, যেটা এখনকার ছেলে মেয়েরা নিতে পারছে না। উৎস যাচাই করতে পারছে না। বইয়ে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয় বা তথ্য একেবারে নির্ভুল আকারেই পাওয়া যায়। আমি মনে করি, এখনকার প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বইটাকে একেবারে ব্রাত্য করে অনলাইনেই সব পড়ে না নিয়ে বরং বইপড়া এবং অনলাইনে বই পড়ার মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতে পারে। লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশোনা চর্চা করা এখন বিশেষ প্রয়োজন। এতে মনসংযোগ, ধৈর্য, নিয়মানুবর্তিতা, এবং শৃঙ্খলা বোধ বাড়ে। তাই অনলাইনে পড়ার পাশাপাশি 'বই পড়া ' ও লাইব্রেরীতে গিয়ে অধ্যয়ন দুটোই একসাথে করলে ভালো হয়।" অন্যদিকে বই দিবসে বই নিয়েই আলোচনা চলছিল সুদূর দক্ষিণ ২৪পরগনার রায়দিঘি কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক সনত কুমার পুরকাইতের সাথে। তিনি বললেন, " সত্যি, বই পড়ার কোনো বিকল্প হয় না।কিন্তু বর্তমান সময়ে কম্পিউটার, কিনডেল, মোবাইলের দাপাদাপিতে অনেকেই পি ডি এফ্ বা ই - বুক বেছে নিয়েছেন। তবে মোবাইলের অন্যান্য এপ্লিকেশন হাতের কাছে থাকলেই সেটা পি ডি এফ পাঠের জন্য থাকেনা, জমা হয় ফোল্ডারে। অনেকেই পাঠকের তুলনায় সংগ্রাহক হয়ে উঠছেন বেশি করে। এরা আবার নিজের পছন্দের থিমের উপর পি ডি এফ পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এর অর্থ এই নয় যে, এরা ভালো পাঠক। এমনও শোনা গেছে এসব মানুষ গত এক দশকেও অনেক বইয়ের পাতাই উল্টে দেখেননি। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও জ্ঞানের সম্মিলন, জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে বই পড়া অপরিহার্য।" পরিশেষে বলা যায়, গুণমুগ্ধ পাঠক ছাড়া যেমন একটা বই মূল্যহীন, ঠিক তেমনই বই - ই পারে সকল সুস্থ মনের মানুষের প্রকৃত বিকাশ ঘটাতে। বই এবং পাঠক একে অপরের পরিপূরক। পাঠকের গ্রহণযোগ্যতার ওপর বইয়ের বিনি কিনি নির্ভর করে।তাই বিশ্ব বই দিবসে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে বেশি করে " বইপড়া" হোক সকলের অঙ্গীকার।।

মনের মানুষ

আসগার আলি মণ্ডল

তৃপ্তির মনে শান্তি নেই। সব সময় নিজের ঘরে শুয়ে বসে থাকে। পৃথিবীটা ওর কাছে খুব ছোট হয়ে গেছে। মা-বাবা মাঝে মাঝে সাহস যোগান। বলেন-তৃপ্তি মনটাকে শক্ত কর। অতিথকে ভুলে যা।আর পাঁচটা মেয়ের মতো নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এসব কথা শুনেই তৃপ্তি কাঁদতে থাকে। মা বলেন-কাঁদুক, কাঁদলে তবেই মনটা একটু হালকা হবে।

তৃপ্তির বাবা একটি দোকানে দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন।খুব কষ্টে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। এক মেয়ে এক ছেলে। তৃপ্তিই বড়ো। তৃপ্তিকে নিয়ে বাবার অনেক স্বপ্ন ছিলো। চাকরি করবে,বড়ো ঘরে বিয়ে হবে। সুখে থাকবে।কিন্তু বাবার স্বপ্ন আজ স্বপ্নই রয়ে গেল। সবার অলক্ষে বাবা এসব কথা ভাবেন আর চোখের জল ফেলেন। আজকে সারাটাদিন মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে মসুল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। গভীর নিম্নচাপ। দিন চারেকের আগে কাটবে না। সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ বৃষ্টি থামলেও আবার মসুল ধারায় আরম্ভ হলো। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ব্যাঙেরাও ডেকে চলেছে।রাত অনেক হয়ে গেছে তৃপ্তির চোখে ঘুম আসছে না। হঠাৎ করেই ছ'মাস আগে ঘটে যাওয়া বৃষ্টির সেই রাতের কথা মনে পড়ে গেল। একা টিউশান পড়িয়ে ফিরছিলো। দূর্যোগপূর্ণ আবহওয়া।মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট চলছিলো। পথ ঘাট নির্জন। ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকা নাগাড়ে ডেকে চলেছে। এমন সময় চারজন মাতাল পথ আগলে দাঁড়ালো। পরিচয় না থাকলেও মুখ চেনা। ওদের সম্মান দিয়ে পথ ছাড়তে বলেও কোন কাজ হলো না। হিংস্র পশুর মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আমার উপর। অনেক চিৎকার চেঁচামেচির পরেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। সতীত্ব হরন করে পথের ধারে ফেলে দিয়েছিলো।

জ্ঞান ফিরতেই খেয়াল হলো হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত চুঁইয়ে বের হচ্ছিলো। বাকশক্তি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। চোখ মেলতেই চারিদিকটা আবছা।

আজকে সারাটাদিন মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে মসুল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। গভীর নিম্নচাপ। দিন চারেকের আগে কাটবে না। সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ বৃষ্টি থামলেও আবার মসুল ধারায় আরম্ভ হলো। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ব্যাঙেরাও ডেকে চলেছে।রাত অনেক হয়ে গেছে তৃপ্তির চোখে ঘুম আসছে না। হঠাৎ করেই ছ'মাস আগে ঘটে যাওয়া বৃষ্টির সেই রাতের কথা মনে পড়ে গেল। একা টিউশান পড়িয়ে ফিরছিলো। দূর্যোগপূর্ণ আবহওয়া।মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট চলছিলো। পথ ঘাট নির্জন। ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকা নাগাড়ে ডেকে চলেছে। এমন সময় চারজন মাতাল পথ আগলে দাঁড়ালো। পরিচয় না থাকলেও মুখ চেনা।

বেডের চারপাশে কারা দাঁড়িয়ে ছিলো তাও বোঝার মতো উপাই ছিলো না। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে দশ দিন সময় লেগেছিলো। গ্রামের প্রতিটা মানুষ জেনে ছিলো আমি ধর্ষিতা। লজ্জায় বাবা মায়ের উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিলো। ধর্ষকরা এখন জেলে। আইন ওদের শাস্তি দেবে।এ ই সব ভাবতে ভাবতে এই সময় তৃপ্তি ঘুমিয়ে পড়লো।

তৃপ্তির বাবা-মায়ের চিন্তার শেষ নেই। মেয়ে কয়েকটি নরখাদক-পিশাচ দ্বারা ধর্ষিতা। তবুও একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক ঘটকের কাছেই ছুটে গেছেন কেউ আশার কথা শোনাতে পারেননি। বরং মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন।

একদিন তৃপ্তির বাবার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এলেন খুশির খবর নিয়ে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। সব কিছু জেনেও তিনি তৃপ্তিকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। তবে ছেলে বিদেশে থাকেন। পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছেন এরই মধ্যে বিয়ের কাজ মিটিয়ে বউ নিয়ে চলে যাবেন। তার আগে আগামীকাল ছেলে ও ছেলের বাবা-মা আসবেন মেয়ের সঙ্গে এবং আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে।

এসব শুনে তৃপ্তির বাবার চোখে আনন্দের জল। তিনি বললেন-সব জেনে যদি কেউ আমার মেয়েকে গ্রহন করতে চান এর থেকে ভালো আর কিছু হয় না।

পরের দিন যথা সময়ে ওনারা উপস্থিত হলেন। সামান্য কিছু জলযোগের পর তৃপ্তির মা একটু সাজিয়ে তৃপ্তিকে সবার সামনে নিয়ে এলেন। মেয়ে দেখে কেউ কোন কথা বললেন না। ভয়ে ভয়ে তৃপ্তির বাবা-মা এক পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন। সব নিরাবতা ভেঙে ছেলে বলে উঠলেন-আমি তৃপ্তির সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। যেটা সকলের উপস্থিতিতে বলা সম্ভব নয়। তৃপ্তিত বাবার সম্মতি পেয়ে ওরা দু'জন পাশের ঘরে চলে গেলেন। তৃপ্তি মাথা হেঁট করে দাড়িয়ে আছে। হবু স্বামী বলতে লাগলেন-আমি সব কিছুই জেনে বুঝে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। আপনি অতিথকে ভুলে যান। অতিথকে আঁকড়ে রেখে বাঁচা খুব কঠিন। আমি আপনাকে সারা জীবন সুখে রাখার চেষ্টা করবো। সুবিধা-অসুবিধা সবসময় আমার সঙ্গে সেয়ার করবেন। খুব কম সময় হাতে নিয়ে এসেছি। বিয়ের পর আমরা বিদেশ চলে যাবো। আপনার কি কোন আপত্তি আছে ? তৃপ্তি কান্না চেপে মৃদু স্বরে বললো-আপনার মতো মানুষ হয় না ! আপনি সব জেনে আমাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। এমন মানুষের সঙ্গে শেষ জীবনটা কাটবে এটাতো আমার কপাল। তবে আমি এখনও পড়তে চাই। সমাজের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত মহিলাদের নিয়ে কাজ করতে চাই। আপনি কি সেই সুযোগটা আমাকে দেবেন ? হবু স্বামী হেসে বললেন-এতে আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে। আপনার প্রেরণা হয়ে প্রতিটা ভালো কাজে আমি আপনার সঙ্গে থাবতো।

এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ে মিটে গেলো। এবার বিদেশ যাবার পালা। তৃপ্তি সারাদিন শুধুই চোখের জল ফেললো। বিমান বন্দরে দুই বাবা-মাকে প্রণাম করে নব দম্পতি ভিতরে প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বিমান মাটি ছেড়ে আকাশ পথে পাড়ি দিলো। দুটি পরিবার বাইরে দাঁড়িয়ে কান্না ভেজা চোখে ওদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছড়া-ছড়ি

মিথ্যে সহানুভূতি

সেখ আব্দুল মান্নান

কোনো সরকারি চাকুরের চাকরি
যদি হঠাৎ চলে যায়,
সেই চাকুরে কি বুক চাপড়ে
করবে না হায় হায়?

রাজ্যের চাকরি খোয়ানো শিক্ষকেরা
যখন প্রতিবাদে হয় সামিল,
তাদের ওপর চড়াও হয়ে পুলিস
মারবে লাঠি চড় কিল?

কার দোষে তাদের চাকরি গেল
সে প্রশ্ন বিশ বাঁও জলে,
এখন আইনের প্যাঁচে ভাগ্য তাদের
গেলনা নাকি রসাতলে?

ন্যায় অন্যায় শুধু গদির লড়াই
আমরা বুঝিনা মোটে,
যারা ন্যায়ের নামে ভাঁওতা মারে
তাদের জেতাই প্রচুর ভোটে।

তারা গদিতে বসে বড় দিলখুশে
কষে উন্নয়নের নানা ফন্দি,
মুর্খ পাবলিক ভয়ে করে না লিক
যতই করুক পকেট বন্দি।

চোখে সহানুভূতির লঙ্কা ঘষে
কেউ ভিড়েছে তাদের দলে,
দিচ্ছে তাদের ফানুসে প্রতিশ্রুতি
হাজার মিথ্যা কথা বলে।

সহজে আখের গোছানো নেতাদের
এখন চেনা বড় দায়,
বয়েই গেল কার চাকরি গেল
নেইকো তাদের কোনো ভয়।

সে আর কে বোঝে?

জাহাঙ্গীর আলম

---বিপিন তুই কবে এলি গাঁয়ে? বাবা গাঁয়ের কথা ভুলেই গেলি দেখছি। সেই কবে তোকে দেখেছি আবার আজ দেখছি। তা প্রায় পাঁচ ছয় বছর হবে, তাই না?

---- ঠিকই বলেছিস তুই, পাকা পাঁচ বছর আগেই এসেছিলাম। সেই ছেলের জন্ম দিনের অনুষ্ঠান করতে। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোর আবার ক'জন পলিসি হোল্ডার জোগাড় করে দিলাম।

---হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস।

---ভালো কথা, রবীনের খবর বলতে পারিস?

--- তোর বন্ধু রবীন?

---আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। রবীন চক্রবর্তী তোর এল আই সি পলিসি হোল্ডার।

---সে খবর তুই ভালো রাখবি। তোর বন্ধু বলে কথা।

----বন্ধু হলে কি হয় আমার সাথে তো আর যোগাযোগ নেই। শুনেছি ও নাকি এখন বড়ো অফিসার হয়ে গেছে। - -

---আমিও শুনেছি উনি এখন অফিসার।তবে উনি অনেক পাল্টে গেছেন। হয়তো অফিসার হয়েছেন সেই জন্য হবে।

--- তার মানে? সে হয়তো তুইও টের পাবি। অবশ্য তোর ক্ষেত্রে হয়তো ধরা নাও দিতে পারে। উনি প্রথম যখন আমার কাছে এল আই সি করে তখন ওনার হয়ে কয়েক কিস্তির টাকা আমি দিয়ে দিই তখন ওনার ব্যবহার সত্যি ভালো লাগতো। পরে অবশ্য ওনার কৃপণতা আমাকে রুষ্ঠ করেছে। অবশ্য সেই থেকে আমার একটা উচিত শিক্ষা হয়েছে যে মানুষ কে আর যেচে উপকার না করাই ভাল এতে ফল খারাপ বৈ ভালো হয় না। আমি কতো কমিশনই বা পেয়েছি কিন্তু আদায় করতে গিয়ে যে কি কষ্ট হয়েছে সে আমিই জানি!

---সে তুই একশো বার বল।

--- এত উপকার করার পরও সেবার এক বন্ধুর সাথে নিয়ে ওনার বাড়িতে কিস্তির টাকা আনতে যাই এককাপ চা তো দূরের কথা বসতে পর্যন্ত বলল না! বন্ধুটাকে বড়ো মুখ করে নিয়ে গেলাম এখন মুখটা কোথায় থাকে!

---সে তো তোরই দোষ তুই যখন বুঝতে পেরেছিস লোকটি অনেক পাল্টে গেছে। না না বললাম তো প্রথম দিকে আপ্যায়নে অবশ্য খামতি ছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে যেন কেমন পাল্টে গেলেন।

বিপিন মনে মনে ভাবছে রবীন সত্যি কি পাল্টে গেছে? তবে ও তো পাল্টে যাওয়ার ছেলে নয় ওকে তো আমি ভালো করেই জানি একসাথে লেখা পড়া করেছি বড়ো হয়েছি, কত শান্ত সৌম্য চেহারার নিপাট ভালো ছেলে ছিল । সে কি অহংকারী হয়ে গেছে না অন্য কিছু? তবে হতেও পারে এখন বড়ো অফিসার হয়েছে। আসলে মানুষের কখন কি যে হয় কে জানে! আমরা কজনই বা আগের কথা মনে রাখি। সমাজে যা দেখি সবই যেন অবক্ষয়ের ছায়া ।ঐ তো পাশের গাঁয়ের কাশী ডব্লিউ বিসি এস অফিসার সামনা সামনি দেখা হলে না চেনার ভান করে। আমরা হয়তো অধ:স্তন কর্মচারী লোক সমাজে দেখা হলে পাছে মুখ ফসকে তুই তোগারী বলে ফেলি। তাই হয়তো এড়িয়ে গেলে যেতে পারে।

---- আচ্ছা ওর ফোন নম্বর তোর কাছে আছে তো? আমার ফোনে একটু পাঠিয়ে দিস না। কতদিন ধরে তোকে বলব বলব মনে করি পরক্ষণেই ভুলে যাই। আসলে ভুলে যাওয়া যেন অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

--ঠিক আছে পাঠিয়ে দেব । তবে উনি তো আর এখানে থাকেন না। রামপুরহাটে বাড়ি করেছেন। অফিসার হওয়ার পরে মনে হয় বদলি হয়ে তোর শহরে গেছে। বিপিন মনে মনে ভাবছে আমার শহর মানে কলকাতায় এসেছে। ঠিক আছে খুঁজে ঠিক পাব। নয় নয় করে বিপিনের চাকরি প্রায় পনের বছর হয়ে গেছে। এখন সে এল ডি থেকে সদ্য ইউডি হয়েছে। সে কলকাতার কোথায় কোন অফিস আছে হাতের তালুর মতো চিনে ফেলেছে। এরপর সেও একদিন অফিসার হবে। বিপিন অবশ্য রবীনের মতো সমঝোতা করে চলতে পারে না। সহজে কারও কাছে মাথা নত করাও তার ধাতে নেই।

দিনটা এপ্রিলের গোড়ার দিকে হবে কাজের চাপ কম, সবে ইয়ার এণ্ডিং সেরে উঠেছে। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে অফিসের চারদিকে লাগানো গাছগুলো যেন কেমন নব নব সাজে নধর হয়ে উঠেছে। বিপিনের মনেও যেন আজ আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে। অফিসের করিডোরে পাতা চেয়ারে বসে দখিনা বাতাসের আরাম খেতে খেতে বিপিনের হঠাৎ রবীনের কথা মনে পড়ে যায়। যেমন কথা তেমনি কাজ সংগে সংগে ফোন ওপার থেকে গম্ভীর গলা জানতে চায়, আপনি কে? গলাটা শুনে বিপিন যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। এটা কি রবীনের গলা? না অন্য কেউ? গলাটাও কি পাল্টে গেল। আমি কি রবীনের সাথে কথা বলছি?হ্যাঁ হ্যাঁ , আপনি কে? আরে আমি তোর বন্ধু বিপিন বলছি।

---আরে বিপিন বল বল কেমন আছিস? অনেক দিন পর!

--ঐ চলে যাচ্ছে। শুনেছি তুই কলকাতায় আছিস তাই তোর খবর নেওয়ার জন্য মনটা যেন কেমন চঞ্চল হয়ে আছে।

---আমার খবর না জানাই ভালো।

কৌতুহলী মন যেন আরও কৌতুহলী হয়ে ওঠে তার খবর নেওয়ার জন্য । আমি কি তোর ওখানে আসতে পারি?

--- আসবি? কেন প্রয়োজন ফোনে মিটিয়ে নিলে হয় না?

---বিপিন মনে মনে ভাবছে এতদিন পরে কথা তাও বন্ধুর দেখা ইচ্ছে জাগে না? কথা যদি ফোনেই মিটে যায় তাহলে সামনা সামনি বসে কথা বলা যে বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে দেখছি বলে বিপিন ফোনটা রেখে দেয়। তাহলে যাওয়া কি সমীচীন হবে? প্রয়োজন আর কি বা আছে এমনি গল্প করতেই যাওয়া রবীন যদি সত্যি পাল্টে যায় তাহলে ফিরে আসতে হবে এই আর কি! এমন সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বিপিন বেরিয়ে পড়ে।

----রবীন ভাবছে কি এমন কথা যে ফোনে বলা যাবে না? এসে তো গল্প ছাড়া আর কি বা করবে! আমার যে সময় নেই। এখনও লম্বা লাইন কখন-ই বা ভিজিটর্স মিট করব আর কখন-ই বা বন্ধুর সাথে গল্প করব? বারণ করলেও যে নানা মন্তব্য বাতাসে উড়ে বেড়াবে। নিজের ভিতরের মানুষটির যে কি অবস্থা সে আর কে বুঝবে? সবাই বাহিরে দেখেই বিচার করে। কিন্তু কতক্ষণ যে কথা বলতে পারব সেটাও বলা মুশকিল।

বিপিনের অফিস থেকে রবীনের অফিস বেশি দূরে নয় বাসে আধা ঘন্টার রাস্তা। সে তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে মনে সামান্য হলেও আনন্দতো হবে। সময় না দিলেও সে কথা বলবে। বন্ধু বলে কথা। সে শুনেছে তার বন্ধু মস্ত বড় অফিসার তার সাথে আজ কথা হবে। সেই হারানো দিনের কথা। ছোটবেলায় একসাথে কতো ঘটনার সাক্ষী যে তারা ছিল সে সব স্মৃতি মনে পড়বে । ভালোই লাগবে। বাস থেকে নেমে এমন সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বিপিন হেঁটে যাচ্ছে বন্ধুর অফিসের দিকে এমন সময় পাশের গ্রামের ডব্লিউ বিসি এস অফিসার কাশীর সাথে দেখা। সামনাসামনি পড়তেই যেন কথা না বলে আর পারল না।

---কোথায় যাচ্ছ? নিশ্চয়ই রবীনের সাথে দেখা করতে? সে যাবে যাও তবে কথা হবে কিনা বলতে পারব না।

----তার মানে?

--- যাও দেখতে পাবে।

কি এমন হলো যে কথা হবে না! সত্যি কি আসা ভুল হয়ে গেল? তাহলে মৈনাকের কথাগুলো কি ঠিক? ঐ তো ঝাঁ চকচকে পাঁচ তলা অফিস। গেট দিয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময় নিরাপত্তা রক্ষী বলেন কোথায় যাবেন?

বিপিন বলল, রবীন বাবুর সাথে দেখা করতে

---ওনার সাথে আজ দেখা করা যাবে না।

------সে কি উনি যে আজ আসতে বললেন।

----সে হয়তো ভুল করে বলতে পারেন।

---আপনি অমন ভাবে কথা বলছেন কেন? আমিও একটা অফিসে চাকরি করি একটু ভদ্র হয়ে বলুন।

----আমরা কি করব বলুন? আমাদের যা নির্দেশ সেই মতো তো কাজ করব না আপনার জন্য আমি নিজের পেটে লাথি মারব?

বিপিন বুঝতে পারে সবই উপরওয়ালার ইচ্ছা। এদেরই বা কি করার আছে। তাকে বসতে বলে উনি খবর পাঠালেন। একটু বাদেই একজন পিওন এসে বিপিন বাবুকে সাথে করে নিয়ে গেলেন। তিন তলায় উঠে বাঁ-দিকে চোখ যেতেই বিপিন দেখল একটা নেমপ্লেটে বড়ো বড়ো হরফে লেখা আছে রবীন চক্রবর্তী অফিসার - অন-স্পেশাল ডিউটি, পিওন পর্দা তুলতে সে দেখল এক মাঝ বয়সী লোক সামনে ফাইলের স্তূপ সেই ফাইল একটা একটা করে দেখে চলেছেন সামনে তখনও দু একজন দাঁড়িয়ে আছেন বোধহয় ভিজিটরই হবে। তাকে দেখে কেমন মুচকি হাসলেন। সৌজন্যমূলক বিপিনও একটু হাসল কিন্তু বিপিন যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না এই সেই রবীন, মেদহীন ছিপছিপে বেতের মতো সতেজ চেহারা আজ কোথায়? চোখ দুটো কোঠরে বসে গেছে শরীর অনেক রোগা হয়ে গেছে। মাথায় উশকো খুশকো পাকা চুল। মাঝে অনেক টা জায়গা জুড়ে টাকের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। পাশের ঘরে বসতে বলে আবার কাজে মন দিল। বিপিন বুঝতে পারছে কাজের চাপ আছে। যার চাপ শরীর বোধহয় আর নিতে পারছে না আবার বয়সও তো একজায়গায় থেমে নেই। তার উপর দু একজন ভিজিটর তো সমানে রবীনের সাথে তর্ক করে গেল।বিপিন ভাবছে আমার মতো লোক হলে যে কি হতো! তবে ভবিষ্যতে যে হবে না তাই বা কে জানে ?..... ঘন্টাকুনি বাদে রবীন বিপিনের পাশে গিয়ে বসল। বিপিন বলল, আমি প্রথমে তোকে চিন্তেই পারছিলাম না।

---কেন আমি কি পাল্টে গেছি?

---পাল্টে মানে সেই রবীন আর এই, আকাশ পাতাল তফাৎ। তুই হয়তো নিজেও বুঝতে পারছিস। তোর যা কাজের চাপ দেখছি! আচ্ছা তোর সেই লেখালেখির কি খবর?

----লেখালেখি? জনসেবা করতে এসে কবিতায় গা ভাসান ?

"পৃথিবী এখন গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি " ।

ভলিবল খেলোয়াড়ের মতো চাপ সামলাতে সামলাতে আমি যেন নিজের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি । একসময় টাকার পিছনে ছুটেছি হয়তো কৃপণতাও করেছি। সেজন্য পিছনে অনেই অনেক কথা ও বলেছে। আজ এই পড়ন্ত বিকেলে এসে দেখছি আমরা যেন সব ফেলে এসেছি। জানিস বার বার সেই মানুষটা কে খোঁজার চেষ্টা করেছি। সেই জোষ সেই শক্তি সাহস আর আর নেই। মন খুলে কথাও বলা যায় না। সপ্তাহান্তে বাড়িতে গিয়ে থাকার ইচ্ছে হলেও নিরুপায়, কয়েক ঘন্টার রাত কাটিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়। ঐ ফোনে যতটুকু কথা হয় ঐটুকু... বলতে বলতে যেন রবীনের চোখের কোণে জলের ফোটা উঁকি মারতে শুরু করে। বিপিন বুঝতে পারে রবীনের মনের অবস্থা ।একটা দায়িত্ব পালন করা অত সহজ নয়। আমরা অনেক কিছু মুখে বলতে পারি না চোখ মুখের অবস্থা দেখে বুঝে নিতে হয়। একটা চাকরি পাওয়া যে কত কষ্ট তারপর সেটা বজায় রেখে চলা যে কত কষ্ট যে ভুক্তভোগী সেই একমাত্র বোঝে। আর কথা না বাড়িয়ে বিপিন উঠে পড়ে। ঘন্টাখানেক আগেই সূর্য তার নির্দিষ্ট কর্ম সেরে বিশ্রামে চলে গেছে রবীনের তখনও বিশ্রাম নেই। ফিরে যেতে যেতে বিপিন ভাবছে আমরা বাহিরে থেকে অনেক কিছু না জেনে বুঝে আলটপকা মন্তব্য করি কিন্তু ধীরে ধীরে একদিন যখন ভিতরের সেই মানুষটা মরে যায় তখন সে আর সে থাকে না, আপনা আপনি পাল্টে যায় ..... সে আর কে বোঝে?

ছড়া-ছড়ি

নিপীড়িতের ফরিয়াদ

আব্দুল আজিজ

তুমি আমি ব্যস্ত আছি নিয়ে ভোরের সেহরি,
তাকিয়ে দেখো জ্বালিয়ে দিল গাঁজা নগরী ।
মারছে নারী, মারছে শিশু, মরছে মানবতা ।
তবুও আমরা হ্যাপ্পি আছি, নেইতো মাথাব্যথা ।
অন্ন মুখে তুলছো তুমি শিশুর রক্ত মেখে ,
হিংস্র পশুও হার মেনেছে তোমার নিষ্ঠুরতা দেখে ।
জ্বলছে শহর ঘরের পাশে ,কে তার খবর রাখে ?
বিশ্ব নেতারা ব্যস্ত সবাই আত্ম লাভ-লসে ।
মনুষ্য বিবেক বন্ধক আজি ধর্মের অন্ধত্বে,
নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুতেও তাইতো আগে ধর্ম খোঁজে ।
ছুঁড়ছো গোলা, মারছো জাতি, ক্ষমতার আস্ফালনে ,
পিছনে দেখ, কত বড় স্বৈরাচারী গেছে অন্তরালে ।
মা ও শিশু মারছো তুমি, রেখে মুখে হাসি,
দিনে দিনে তোমার শিশু হচ্ছে তোমার পাপের ভাগী।
এমন দিনও আসবে সেদিন মরবে তুমি, মরবে তোমার জাত ,
বিশ্ব তখনও দেখবে কেবল ,বাড়াবে না কেউ হাত ।
আজ যে রাজা , কাল সে ফকির, ইতিহাস ঘেঁটে দেখো ,
তোমারও হবে বেহাল দশা এটা মনে রেখো ।
এ ধরনীর বড় অভিশাপ, নিপীড়িতের নিঃশ্বাস ,
তাতেই হবে লেখা , তোমার মিথ্যে ক্ষমতার সর্বনাশ ।

সূর্যের প্রতিটি রশ্মি জানে!

ইমদাদুল ইসলাম

অন্ধকার রাতেরা গ্রাস করতে চায় দীপ্তিময় দিনগুলোকে
বানাতে চায় তাদেরই মতো কুচ কুচে কালো
শিখিয়ে পড়িয়ে গড়তে চায় নিজেদের মতো
তারা চায় দিনেরাও হয়ে যাক নিছক অকৃতজ্ঞ
অস্বীকার করুক আলোয় ভরিয়ে রাখা সূর্যকে
কেন না দিনেরাও বেশ যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়
রাতেদের বন্ধু সমস্ত কীটাণু কুলের কর্মকাণ্ড চলবে রমরমিয়ে
তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানতে চায় সূর্যকে
কিন্তু সূর্যের প্রতিটি রশ্মি যথেষ্ট অভিজ্ঞ
যারা জানে সপ্ত আসমান ফুঁড়ে কীভাবে নামতে হয় ভূ-দেশে
মাড়াতে হয় ভূ-লোকে ক্ষত সৃষ্টিকারী কীটাণুদের
তবে চায় শুধু একটা স্বচ্ছ বাতাবরণ!

খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্সার অবিশ্বাস্য জয়

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা ৪ : ৩ সেল্তা ভিগো

লা লিগায় মৌসুমের শেষ ভাগে এসে বার্সেলোনার জন্য প্রতিটা ম্যাচই এখন বাঁচা-মরার। শীর্ষে থাকলেও দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র ৪। পয়েন্ট হারালেই লাগাম ছুটে যাবে হাত থেকে। এমন পরিস্থিতিতে আজ ঘরের মাঠেই সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে অবিশ্বাস্য এক জয় পেয়েছে বার্সা। এই ম্যাচে একপর্যায়ে ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়ে হারের শঙ্কায় কাঁপছিল কাতালান ক্লাবটি। কিন্তু ৬ মিনিটের মধ্যে ২ গোল করে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে হান্সি ফ্লিকের দল। এরপর যোগ করা সময়ে পেনাল্টি গোলে পাশার দান বদলে দেন রাফিনিয়া। ৩-১ গোলে পিছিয়ে থাকা ম্যাচটি বার্সা জেতে ৪-৩ গোলে। আর এই জয়ে শিরোপা রেসের লাগমটা নিজেদের হাতেই রাখল বার্সা। দুর্দান্ত এই জয়ের পর ৩২ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৭৩। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের পয়েন্ট ৬৬। আগামীকাল রাতে রিয়ালের প্রতিপক্ষ অ্যাথলেটিক বিলবাও। এই ম্যাচে জিতলে রিয়ালের পয়েন্ট হবে ৬৯। অর্থাৎ বার্সার সঙ্গে রিয়ালের ব্যবধানটা সেই চারেই থাকবে। ২০২৫ সালে প্রথমবারের মতো লামিনে ইয়ামালকে বেঞ্চে রেখে আজ মাঠে নেমেছিল বার্সেলোনা। ইয়ামালকে ছাড়াও অবশ্য বেশ আগ্রাসী ফুটবল খেলেছে বার্সা। বিপরীতে ছাড় দেয়নি সেল্তা ভিগোও। বার্সার আক্রমণের জবাব প্রতি-আক্রমণে দারুণভাবে দিয়েছে তারা। তবে ম্যাচের প্রথম গোলটা পেয়েছে বার্সাই। ম্যাচের ১২ মিনিটে ইনিয়েগো মার্তিনেজের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ শটে লক্ষ্যভেদ করেন ফেরান তোরেস। এই লিড অবশ্য ৩ মিনিট পরেই হারিয়ে ফেলে বার্সা। প্রতি আক্রমণে সতীর্থ পাবলো দুরানের কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করেন ইগলেসিয়াস। ম্যাচে সমতা আসার পর দুই দলই এগিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। তবে ৪৩ মিনিটে 'ডাবল সেইভ' করে বার্সাকে পিছিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচান গোলরক্ষক ভয়েচেক সেজনি। এতটা কাছাকাছি না গেলেও কিছু সুযোগ বার্সাও পেয়েছিল। কিন্তু সেসব সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি দলটি। বিরতির পরও ৫০ মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ পেয়েছিল সেল্তা। কিন্তু দুরিনের দারুণভাবে গড়া আক্রমণটি অল্পের গোলে রূপান্তরিত হয়নি। সে যাত্রায় না পারলেও গোলটা কিন্তু ঠিকই আদায় করে দেয় সেল্তা। ইয়োয়েল লাগোর লং বল ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং মিস করলে পেয়ে যান ইগলেসিয়াস। দারুণভাবে সেই বল নিয়ে বক্সে ঢুকে অসাধারণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন এই সেল্তা স্ট্রাইকার। ৫৯ মিনিটে কাছাকাছি গিয়ে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি সেল্তা। কিন্তু ৬২ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করে বার্সাকে বছরের প্রথম হার উপহার দেওয়ার মঞ্চটা তৈরি করে ফেলেন ইগলেসিয়াস। তবে ৬৪ মিনিটে দানি অলমো এক গোল শোধ করে বার্সাকে স্বপ্ন দেখান ম্যাচে ফেরার। এর মধ্যে ৫৯ মিনিটে লামিনে ইয়ামাল মাঠে নামায় বার্সার খেলাতেও নতুনভাবে গতির সঞ্চার হয়। ৬৮ মিনিটে সেই ইয়ামালের সহায়তাতেই গোল করেন রাফিনিয়া। ৩-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার ৬ মিনিটের মধ্যে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আসে শীর্ষে থাকা বার্সা। সমতা ফেরানোর পর বার্সার খেলায় ছিল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। লিডের জন্য একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে তারা। অন্য দিকে সেল্তার লক্ষ্য ছিল প্রতি-আক্রমণ থেকে আরেকটি গোল আদায়ের। তব শেষ হাসিটা বার্সাই হেসেছে। যোগ করা সময়ে দানি অলমো বক্সের ভেতর ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় বার্সা। রাফিনিয়া নিজের দ্বিতীয় গোল করে নিশ্চিত করে বার্সার জয়।

এবার এমবাপ্পের ক্লাবও নেমে গেল তৃতীয় বিভাগে

আপনজন ডেস্ক: কিলিয়ান এমবাপ্পের সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। রিয়াল মাদ্রিদে নিজেদের প্রথম মৌসুমটা মনমতো হয়নি তাঁর। এরই মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে তাঁর দল রিয়াল মাদ্রিদের। অথচ এমবাপ্পের পিএসজি ছাড়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল অধরা চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা। চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ই শুধু নয়, লা লিগা শিরোপাও এখন এমবাপ্পেদের হাত ফসকে যাওয়ার পথে। এমবাপ্পের দুঃসময় অবশ্য এটুকুতেই আটকে নেয়। নতুন খবর হচ্ছে, এমবাপ্পের দলও নাকি এবার অবনমিত হয়ে গেছে। নাহ, রিয়াল সমর্থকদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। এমবাপ্পে যে ক্লাবে খেলছেন, সে ক্লাব নয়, অবনমিত হয়েছে মূলত ফরাসি তারকার মালিকানাধীন ক্লাব কাঁ। গত কয়েকটা দিন রীতিমতো আতঙ্কে কেটেছে এমবাপ্পের। লা লিগায় প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে মারাত্মক ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছেন। এরপর চ্যাম্পিয়নস লিগেও আর্সেনালের বিপক্ষে লিখতে পারেননি প্রত্যাবর্তনের গল্প। আর এসবের সঙ্গে এবার যুক্ত হলো নিজের মালিকানাধীন ক্লাবের অবনমন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ১ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে ফ্রান্সের দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব কাঁর ৮০ শতাংশ মালিকানা কিনে নেন এমবাপ্পে। এর মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে কম বয়সী ক্লাবমালিকের তালিকায়ও নাম লেখান বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। ক্লাবটির সঙ্গে এমবাপ্পের অন্য রকম এক সম্পর্কও আছে। ২০১৩ সালে মোনাকোর একাডেমিতে যোগ দেওয়ার আগে কাঁতে নাম লেখানোর কথা ছিল তাঁর। এমবাপ্পের পরিবারের চাওয়াও ছিল তেমন। তবে ক্লাবটি লিগ আঁ থেকে নিচের স্তরে নেমে যাওয়ায় সেখানে আর খেলা হয়নি তাঁর। শেষ পর্যন্ত এমবাপ্পে নাম লেখান মোনাকোতে। সেই আক্ষেপ ভুলতেই হয়তো ক্লাবটির মালিকানা কিনে নেন এমবাপ্পে। ক্লাবমালিক এমবাপ্পের শুরুটা অবশ্য খুব ভালো হলো না। গতকাল রাতে মার্তিগুয়েসের বিপক্ষে ৩-০ গোলের হারে বিব্রতকর এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো দলটি। ৩১ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে নিশ্চিত হলো তলানিতে থাকা দলটির অবনমন। এর ফলে ৪০ বছরের মধ্যে এই প্রথম তৃতীয় বিভাগে নেমে গেল কাঁ।

ঘরই যেন বেঙ্গালুরুর পর, বৃষ্টিবিঘ্নিত রাতটা পাঞ্জাবের

আপনজন ডেস্ক: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সমর্থকেরা আরেকবার মন খারাপ করে স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে কেঁদেছে বেঙ্গালুরুর আকাশ। দক্ষিণ ভারতের এই শহরে আজ কয়েক দফা বৃষ্টি হয়েছে। তাতে খেলা শুরু হয়েছে নির্ধারিত সময়ের সোয়া দুই ঘণ্টা দেরিতে। তবে বৃষ্টিও বেঙ্গালুরুর জন্য আজ আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারেনি। কোহলি-হ্যাজলউডদের দল পাঞ্জাব কিংসের কাছে হেরেছে ৫ উইকেটে। এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম বেঙ্গালুরুর ঘরের মাঠ। স্টেডিয়ামের টইটম্বুর গ্যালারিগুলোতে সমর্থকদের গগণবিদারি চিৎকার তাতে অন্যরকম আবহ তৈরি করে। কোহলিদেরও নিশ্চয় চাঙা করে তোলে। কিন্তু এবারের আইপিএলে ঘরই যেন বেঙ্গালুরুর পর হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে এই মৌসুমে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলা তিন ম্যাচেই যে হেরে গেল বেঙ্গালুরু! আজ পাঞ্জাব কিংসের আগে গত ১০ এপ্রিল

আইপিএল

দিল্লি ক্যাপিটালস ও ২ এপ্রিল গুজরাট টাইটানসের কাছে হেরে যায় রজত পতিদারের দল। বৃষ্টিবিঘ্নিত রাতে ম্যাচের দৈর্ঘ্য নেমে আসে ১৪ ওভারে। টস জিতে বেঙ্গালুরুকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। তাঁর সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করে বেঙ্গালুরুর ৯ উইকেট তুল নিয়ে ৯৫ রানে বেঁধে ফেলেন পাঞ্জাবের বোলাররা। ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ব্যাটসম্যানরাও তাঁদের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছেন। পাঞ্জাব জিতেছে ৫ উইকেট ও ১১ বল হাতে রেখে। সহজ জয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতার দল পাঞ্জাব, বেঙ্গালুরু নেমে গেছে চারে। ৭ ম্যাচে ৫ জয়ে পাঞ্জাবের পয়েন্ট এখন ১০, সমান সংখ্যক ম্যাচে ৪ জয়ে ৮ পয়েন্ট বেঙ্গালুরুর।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

* বৃষ্টির কারণে ১৪ ওভারের ম্যাচ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: ১৪ ওভারে ৯৫/৯ (ডেভিড ৫০*, পতিদার ২৩; ইয়ানসেন ২/১০, চাহাল ২/১১, অর্শদীপ ২/২৩, ব্রার ২/২৫)।

পাঞ্জাব কিংস: ১২.১ ওভারে ৯৮/৫ (ওয়াধেরা ৩৩*, আর্য ১৬, ইংলিস ১৪, প্রভসিমরান ১৩; হ্যাজলউড ৩/১৪, ভুবনেশ্বর ২/২৬)।

ফল: পাঞ্জাব কিংস ৫ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: টিম ডেভিড (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু)।

৯৭ রানে অপরাজিত থাকা বাটলারকে সেঞ্চুরির সুযোগ দেননি তেওয়াতিয়া

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে এর আগে কখনোই ২০০ বা তার বেশি রান করে হারেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু কখনো ঘটেনি মানে যে কখনো ঘটবে না, তা তো নয়। যেমন আজ ২০৩ রান করেও শেষ পর্যন্ত পারল না দিল্লি। জস বাটলারের অপরাজিত ৫৪ বলে ৯৭ রানে আইপিএলে সপ্তম ম্যাচে পঞ্চম জয়টি আদায় করে নিয়েছে গুজরাট টাইটানস। অন্য দিকে দিল্লির এটি দ্বিতীয় হার। এই হারে শীর্ষে স্থান থেকে দুইয়ে নামল দিল্লি, আর শীর্ষে উঠল গুজরাট। জমে ওঠা ম্যাচে শেষ ওভারে দিল্লির প্রয়োজন ছিল ১০ রান। আর সেঞ্চুরির জন্য বাটলারের প্রয়োজন ছিল ৩ রান। কিন্তু স্ট্রাইকে থাকা রাহুল তেওয়াতিয়া সেঞ্চুরি করার সুযোগই দেননি বাটলারকে। প্রথম বলে ছয় ও দ্বিতীয় বলে চার মেরে নিশ্চিত করে দলের জয়। আহমেদাবাদে রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে শুবমান গিলকে হারালেও ভড়কে যায়নি গুজরাট। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে সাই সুদর্শন এবং বাটলার দলকে নিয়ে যান ৭৪ রানে। ২১ বলে ৩৬ করা সুদর্শনকে ফেরান কুলদীপ যাদব। ম্যাচে দিল্লির বোলারদের সাফল্য ছিল এটুকুই। দুর্দান্ত ব্যাট করতে থাকা জস বাটলার দলকে এগিয়ে নেন দারুণভাবে। তাঁকে ভালোভাবে সঙ্গ দিয়ে গুজরাটের কাজটা আরও সহজ করে দেন শেরফান রাদারফোর্ড। দলকে জয়ের কাছাকাছি রেখে ফিরে যান ৩৪ বলে ৪৩ রান করা রাদারফোর্ড। তবে ১১ চার ও ৪ ছক্কায় ৯৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দিয়ে মাঠ ছাড়েন বাটলার। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে আগ্রাসী শুরু করে দিল্লি। দিল্লির ইনিংসে কারও বড় রান না থাকলেও ছোট ছোট বেশ কিছু কার্যকর ইনিংস ছিল। অভিষেক পোরেল ৯ বলে ১৮ ও করুন নায়ার ১৮ বলে ৩১ করে দারুণ শুরু এনে দেন দিল্লিকে। পরে বড় সংগ্রহে দলটিকে সহায়তা করেন লোকেশ রাহুল, অক্ষর প্যাটেল ও ত্রিস্তান স্টাবস। লোকেশ ১৪ বলে ২৮, অক্ষর প্যাটেল ৩২ বলে ৩৯ এবং স্টাবস করেন ২১ বলে ৩১। আর শেষ দিকে ঝোড়ো গতিতে আশুতোষ শর্মা করেন ১৯ বলে ৩৭ রান। ছোট ছোট এই ইনিংসগুলোই দিল্লিকে নিয়ে যায় ২০৩ রানে। আইপিএলে এই প্রথম দলের কেউ ৪০ বা তার বেশি রান না করেও ২০০ রান করার কীর্তি গড়ল কোনো দল। কিন্তু এই কীর্তি শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়েছে হতাশাজনক এক হারে।

উইলিয়ামসনের চোখে আগামীর সেরা পাঁচ তারকা

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের তারকা ব্যাটসম্যান কেন উইলিয়ামসন এক সাক্ষাৎকারে বিশ্ব ক্রিকেটের পরবর্তী 'ফ্যাব ফাইভ' হিসেবে উঠে আসতে পারেন এমন পাঁচজন তরুণ খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সময়ে বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথ, জো রুট এবং উইলিয়ামসনের সমন্বয়ে গঠিত 'ফ্যাব ফোর'-এর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কারা হতে পারেন, এমন প্রশ্নের জবাবে উইলিয়ামসন চারজন নয়, বরং পাঁচজন প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটারের নাম বলেন। বর্তমানে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) করাচি কিংস দলে থাকলেও, উইলিয়ামসন এখন ভারতেআইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। সেখানেই এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় এই পাঁচজন তরুণ ক্রিকেটার আগামী দিনে বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করতে পারে– যশস্বী জয়সওয়াল (ভারত), শুভমন গিল (ভারত), রচিন রবীন্দ্র (নিউজিল্যান্ড), হ্যারি ব্রুক (ইংল্যান্ড) এবং ক্যামেরন গ্রিন (অস্ট্রেলিয়া)।' উইলিয়ামসনের সেই অনুষ্ঠানে ভক্তদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল। ভক্তদের সঙ্গে কথোপকথনে মজার একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হন উইলিয়ামসন। তাকে বলা হয়–যদি তিনি অন্য কোনো ব্যাটারের একটি শট নিতে পারতেন, তাহলে কোনটি বেছে নিতেন? উত্তরে উইলিয়ামসন বলেন, 'আমি বিরাট কোহলির লেগ সাইডে খেলা ফ্লিক শটটি বেছে নিতাম। সেটা দারুণ স্টাইলিশ।' একই আলোচনায় উইলিয়ামসন নিজের ক্রিকেটজীবনের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,'আমার ক্রিকেট আইডল ছিলেন শচীন টেন্ডুলকার। তিনি একজন কিংবদন্তি। এই ময়দানেই তিনি খেলতেন, এবং মাঝে মাঝে এখনো তাকে খেলতে দেখি।'

চার্চিলের ওয়াকওভার, সুপার কাপের কোয়ার্টারে মোহনবাগান

আপনজন ডেস্ক: কলিঙ্গা সুপার কাপ ২০২৫ থেকে চার্চিল ব্রাদার্স এফসির প্রত্যাহারের কারণে আগামী ২০ই এপ্রিল রাত ৮ টায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল তাতে পুরোপুরি ভাবে মোহনবাগানকে ওয়াক ওভার দেওয়া হবে। শুক্রবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফ থেকে এই খবরটি জানা গিয়েছে। মেরিনার্স, প্রধান কোচ জোসে মোলিনার অধীনে ঘরোয়া ডাবল ম্যাচটি সম্পন্ন করে, এই মরসুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) শিল্ড এবং কাপ দুটোই জিতেছে এবং সুপার কাপের জন্য আই-লিগের অস্থায়ী নেতা চার্চিলের সাথে ড্র-ও করেছে। তবে, চার্চিল এবং ইস্টার কাশির মধ্যে আই-লিগ বিজয়ীর অন্তর্বর্তী ও সিদ্ধান্ত এআইএফএফ আপিল কমিটিতে বর্তমানে চলমান থাকার জন্য, গোয়ান দল টুর্নামেন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইএসএল ২০২৪২৫ সিল্ড এন্ড কাপ এর বিজয়ী মোহনবাগান এসজি আগামী ২৬ শে এপ্রিল, সরাসরি কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি এবং ইস্ট বেঙ্গল এফসির মধ্যে রাউন্ড ১৬-এর বিজয়ীর বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে, যা এখন সময় পরিবর্তিত হয়ে আগামী ২০ এপ্রিল, ২০২৫ ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত ৮ টায় কিক-অফে স্থানান্তরিত হয়েছে। নিজেদের স্বয়ংক্রিয় যোগ্যতা অর্জনের ফলে এই মাসের শেষের দিকে ভুবনেশ্বরে যে সুপার কাপের সেমিফাইনাল হতে চলেছে সেখানে কলকাতার সুযোগ রয়েছে। এর আগে কলকাতার দুই জায়ান্ট এর আগে ২০২৪-এর সুপার কাপের গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হয়েছিল, যেখানে চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়ন ইস্ট বেঙ্গল ৩-১ গোলে ম্যাচটি জিতেছিল।

ব্রাজিলের কোচ হওয়া নিয়ে যা জানালেন ক্লপের এজেন্ট

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুলে প্রায় এক দশক কাটানোর পর ২০২৪ সালে কোচের দায়িত্ব ছাড়েন ইউর্গেন ক্লপ। ক্লাবটির সঙ্গে দারুণ সফল সময় পার করলেও শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির কারণে কোচিং থেকে বিরতি নেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। কোচিং ছাড়ার পর চলতি বছরের শুরুতে রেড বুলের হেড অব গ্লোবাল সকার পদে যোগ দেন তিনি। তবে কয়েক মাস পার হতে না হতেই জোর গুঞ্জন উঠেছে, ক্লপ নাকি সেখানে সুখে নেই। এর পর ক্লপকে ঘিরে শুরু হয় গুঞ্জন। তাকে রিয়াল মাদ্রিদ এবং ব্রাজিল জাতীয় দলের সম্ভাব্য কোচ হিসেবে দেখছেন অনেকেই। মাদ্রিদের বর্তমান কোচ কার্লো আনচেলোত্তি হয়তো বিদায় নিতে পারেন, আর ব্রাজিল জাতীয় দলও নতুন কোচের সন্ধানে রয়েছে। তবে সেসব খবর উড়িয়ে দিয়েছেন ক্লপের এজেন্ট মার্ক কোসিকে। কোসিকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'ইয়ুর্গেন (ক্লপ) তার নতুন দায়িত্বে (রেড বুলের হেড অব গ্লোবাল সকার) খুবই খুশি। কোচিংয়ে ফেরার কোনো পরিকল্পনা আপাতত নেই।' জার্মান সাংবাদিক ফ্লোরিয়ান প্লেটেনবার্গ-ও নিশ্চিত করেছেন, ক্লপের আগামী মৌসুমে কোনো দলের হেড কোচ হিসেবে যোগ দেওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই – এমনকি সেটা রিয়াল মাদ্রিদ বা ব্রাজিল জাতীয় দল হলেও না। তবে বিভিন্ন ক্লাব ও জাতীয় দল ইতোমধ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বলেও জানান তিনি। গত মাসে দোরিভাল জুনিয়রকে বরখাস্ত করার পর থেকে নতুন কোচ খুঁজছে ব্রাজিল। তাদের প্রথম পছন্দ কার্লো আনচেলোত্তি। তার ওপর ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের নজর অনেক আগে থেকে। গত বুধবার আর্সেনালের বিপক্ষে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে রিয়ালের বিদায়ের পর ক্লাবটিতে আনচেলোত্তির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মেসি জানালেন, কেন বার্সেলোনায় ফেরা হয়নি

আপনজন ডেস্ক: পিএসজির সঙ্গে লিওনেল মেসির চুক্তির মেয়াদের শেষের দিকে গণমাধ্যমে এই কিংবদন্তির বার্সেলোনায় ফেরার আগ্রহ নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এই তথ্যটি সত্য ছিল। কিন্তু মেসি জানিয়েছেন কিছু পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। ইউটিউব চ্যানেল 'সিম্পলি ফুটবল'-এ বৃহস্পতিবার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মেসি স্বীকার করেছেন, তিনি সত্যিই তার শৈশবের ক্লাবে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, 'আমি বার্সেলোনায় ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। আমি সেখানে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম, যেখানে আমি সবসময় থাকতে চেয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তা সম্ভব হয়নি।' এর পর মেসি সিদ্ধান্ত নেন মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার, 'বার্সেলোনায় ফেরা যখন অসম্ভব হয়ে যায় তখন আমি এবং আমার পরিবার মায়ামি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এটা আমার জন্য পরিষ্কার ছিল যে বার্সা ছাড়া আমি ইউরোপের অন্য কোনো ক্লাবে খেলতে চাইনি।' ২০২১ সালে লা লিগার আর্থিক বিধিনিষেধের কারণে বার্সেলোনার সঙ্গে তার চুক্তি নবায়ন করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে মেসিকে ক্লাব ছাড়তে হয়। এরপর তিনি পিএসজিতে যোগ দেন, কিন্তু মন পড়ে ছিল বার্সেলোনাতেই। পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষে দ্বিতীয় মেয়াদে তার বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সম্ভাবনা আলোর মুখ দেখেনি। পিএসজি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন বিশ্বকাপ জয়ী তারকা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, সম্পাদক: **জাইদুল হক**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**